রাঁচি, শনিবার
07:01:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

ঘরে-বাইরে 7 গ্রহাণুর আঘাতে ডাইনোসর..... ঝারখন্ড 5 প্রিন্স উইলিয়াম আমাকে খারা... সম্পাদকীয় 4 এবার আরো উন্নত . বলিউডের ওপরে নজরদারি... 08

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

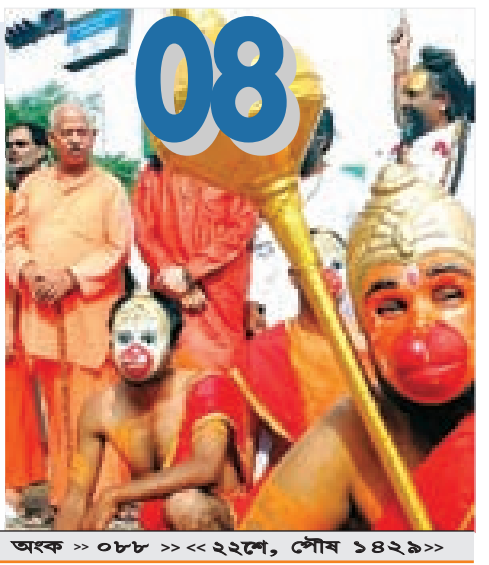

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >> 088 >>22 Pous 1429 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ০৮৮ >> << ২২শে, পৌষ ১৪২৯>>

যুক্তরাষ্ট্র ও তুরস্ক ইসলামিক স্টেটের সঙ্গে যুক্ত আর্থিক নেটওয়ার্ককে টার্গেট করেছেঃ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ বিভাগ

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ বিভাগ বৃহস্পতিবার জানিয়েছে যে তারা একটি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে তুরস্কের সাথে যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ঐ নেটওয়ার্কটি ইরাক ও সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেট গ্রুপের জন্য অর্থ ব্যবস্থাপনা, স্থানান্তর এবং বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অর্থ বিভাগ (ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট) এক বিবৃতিতে বলেছে, তুরস্ক নেটওয়ার্কের সদস্যদের সম্পদ জব্দ করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা তালিকায় একে যুক্ত করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যাদের ওপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তাদের মধ্যে তুরস্কে অবৈধভাবে বসবাসকারী ব্রুকান আল'খাতুনী নামের এক ইরাকি নাগরিক, তার দুই ছেলে এবং তারা তুরস্ক, ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যে ইসলামিক স্টেটের পক্ষ থেকে অর্থ স্থানান্তরের জন্য যে দুটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করত সেগুলো।

বাজার দর
SENSEX : 59900.37 -452.90
NIFTY : 17859.45 -132.70

রাঁচি PARA UPDATE
সর্বোচ্চ 22.00 °c | সর্বনিম্ন 07.00 °c
সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .17 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .31 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 51,910 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 47,950 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 66,450 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আফগান সীমান্তের কাছে ১১ জঙ্গিকে হত্যা করেছে পাকিস্তান

ওয়াজিরিস্তান (এজেন্সী) ঃ পাকিস্তান বৃহস্পতিবার বলেছে যে আফগানিস্তানের সীমান্তের কাছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি সামরিক সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে একটি নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের সাথে যুক্ত অন্তত ১১ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে। একটি সামরিক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান জেলায় গোয়েন্দা তথ্য ভিত্তিক অভিযান সফলভাবে একটি বড় রকমের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে ব্যর্থ করেছে। নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে যে নিহত ব্যক্তিরা, আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী এবং একজন প্রধান কমান্ডারসহ সবাই তেহরিক ই তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) বা পাকিস্তানি তালিবানের সদস্য। টিটিপি বেশিরভাগ সময় নিরাপত্তা বাহিনী এবং বেসামরিক লোকদের লক্ষ্য করে পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদ চালায়। টিটিপি গত বছরে নিরাপত্তা বাহিনীর শতাধিক মানুষকে হত্যা করেছে। শুধুমাত্র ডিসেম্বরেই পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর ৪০ জনেরও বেশি সদস্য নিহত হয়েছেন। এই ডিসেম্বর মাস দেশে সন্ত্রাসী সহিংসতার এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক মাস হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। টিটিপি, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক একটি বৈশ্বিক সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে অভিহিত, এটি একটি পাকিস্তানি শাখা এবং আফগানিস্তানের ক্ষমতাসীন ইসলামপন্থী তালিবানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। পাকিস্তান বলেছে যে পলাতক টিটিপি নেতা এবং কমান্ডাররা সীমান্তের আফগান দিক থেকে সন্ত্রাসী হামলার নির্দেশ দিচ্ছে। পাকিস্তান বলেছে তালিবান শাসকরা তাদের সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাদের থামাচ্ছে না। পাকিস্তানে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা কাবুলে তালিবান প্রশাসনের সাথে তার অন্যথায় আরও ভাল সম্পর্ককে এখন টান টান অবস্থায় নিয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার, পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র মমতাজ জাহরা বালোচ, একটি নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেওয়ার সময়, তার দেশ আফগানিস্তানে টিটিপির গোপন আস্তানাগুলির বিরুদ্ধে আন্তঃসীমান্ত বিমান হামলার কথা ভাবছে এমন জল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বেলুচ বলেন, আমি বলতে চাই যে পাকিস্তান জাতিসংঘের একজন দায়িত্বশীল সদস্য, এবং জাতিসংঘের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবে, তারা জাতিসংঘের সনদের উদ্দেশ্য এবং নীতিগুলিকে সমর্থন করে এবং সর্বদা সমর্থন করবে, যার মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

২৫ জন তালেবানকে মেরেছিলেন প্রিন্স হ্যারি

লন্ডন ঃ আফগানিস্তানে ২৫ জন তালেবানকে হত্যা করেছিলেন হ্যারি। তার জন্য তিনি গর্বিত নন, লজ্জিতও নন।

আফগানিস্তানে অ্যামেরিকার নেতৃত্বাধীন বাহিনীতে ছিলেন প্রিন্স হ্যারি। ব্রিটিশ সেনার অংশ হিসাবে তিনি আফগানিস্তান যান। সেখানে তিনি সামরিক হেলিকপ্টার চালাতেন। প্রিন্স হ্যারির একটি আত্মজীবনী প্রকাশিত হতে চলেছে। সেখানেই এই তথ্য আছে বলে ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলি জানিয়েছে।

ডেইলি টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, ৩৮ বছর বয়সি প্রিন্স হ্যারি লিখেছেন, ২০০৭-০৮ সালে তিনি ফরোয়ার্ড এয়ার কন্ট্রোলার হিসাবে কাজ করেছেন। আর ২০১২-১৩ সালে তিনি সামরিক হেলিকপ্টার চালাতেন। সেই সময় তিনি ২৫ জনকে হত্যা করেছেন।

হ্যারি বলেছেন, তিনি এর জন্য গর্বিত বা অনুতপ্ত কিছুই নন। এটা অনেকটা দাবার বোর্ড থেকে ঘুঁটি সরানোর মতো। হ্যারি লিখেছেন, ''আমার সংখ্যা হলো ২৫। এটা আমাকে সন্তুষ্ট করে না, আবার এর জন্য কোনো অস্বস্তিও হয় না।'' এর পিছনে যুক্তি হিসাবে তিনি ৯১১'র আক্রমণ ও তাতে মৃতদের পরিবারের সঙ্গে তার দেখা করার প্রসঙ্গ তুলেছেন।

হ্যারির মতে, ৯ /১১'র পিছনে যারা ছিল এবং যারা তাকে সমর্থন করেছে, তারা মানবতার শত্রু। আর এর বিরুদ্ধে লড়াই করা হলো মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই। প্রিন্স হ্যারির আত্মজীবনী নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। আগামী ১০ জানুয়ারি এই বই প্রকাশিত হবে। গার্ডিয়ানের রিপোর্ট বলছে, এই আত্মজীবনীতে প্রিন্স হ্যারি জানিয়েছেন, তার স্ত্রী মেগানকে নিয়ে প্রিন্স উইলিয়ামের সঙ্গে তার একবার ঝগড়া হয়। উইলিয়াম তখন তাকে মেরে মাটিতে ফেলে দেন।

বইতে হ্যারি এটাও জানিয়েছেন, তারা দুই ভাই বাবা এবং এখন যুক্তরাজ্যের রাজা চার্লসকে বারবার অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন ক্যামিলাকে বিয়ে না করেন। তিনি এটাও জানিয়েছেন, কিশোর বয়সে তিনি কোকেনে অভ্যস্ত ছিলেন।

নারীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করলে তালিবানকে বড় ধরণের মূল্য দিতে হবে

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে বেসরকারি সংস্থাগুলোতে নারীদের কাজ করার ওপর তালিবানের নিষেধাজ্ঞার প্রভাব মূল্যায়ন করছে। বিকল্প নীতিগুলো নিয়েও ভাবছে যা শীঘ্রই প্রকাশিত হতে পারে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র নেড প্রাইস ব্রিফিংএ সংবাদদাতাদের বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র আফগান জনগণকে সমর্থন করে এবং তালিবানের প্রতি আমাদের নিন্দাকে প্রকাশ করে এমন উপযুক্ত একটি পরিণতি তৈরি করতে বিশ্বজুড়ে সমমনা অংশীদারদের সাথে কাজ করছে। ২০২২ সালে জুড়ে আফগানিস্তানে ক্ষমতাসীন তালিবান পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যমূলক নীতি প্রবর্তন এবং প্রয়োগ করেছে। ডিসেম্বরের শেষের দিকে নারী শিক্ষাকে আরও সীমিত করে তালিবান, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নারীদেরকে নিষিদ্ধ করে। ২০২১ সালের আগস্টে ক্ষমতায় ফিরে আসার পরপরই তালিবান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মেয়েদের শিক্ষা নিষিদ্ধ করেছিল। তালিবান শাসিত আফগানিস্তানই একমাত্র দেশ যেখানে মেয়েদের লিঙ্গভিত্তিক পরিচয়ের কারণে তাদের স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ২৪ ডিসেম্বর তালিবান আফগানিস্তানের বিদেশী এবং দেশীয় মানবিক সংস্থাগুলোকে নারীদেরকে নিয়োগ করা থেকে বিরত রাখার জন্য একটি আদেশ জারি করে। তারা জানায় কোনো সংস্থা এই আদেশ মেনে চলতে ব্যর্থ হলে সেটির লাইসেন্স বাতিল করা হবে । যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মতে, এর ফলস্বরূপ ১১টি এনজিওর একটি জোটকে আফগানিস্তানে তাদের কার্যক্রম স্থগিত করতে হয়েছে। আফগান নারী, কন্যাশিশু এবং মানবাধিকার বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত রিনা আমিরি সম্প্রতি একটি স্কাইপ সাক্ষাৎকারে ভয়েস অফ আমেরিকার দীওয়া বিভাগকে বলেন, এটি রাজনৈতিক ইস্যু।ধর্মীয় নয়। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের জেন্ডার ইক্যুইটি এবং ইকুয়ালিটি অ্যাকশন ফান্ডের মাধ্যমে আফগান নারীদেরকে সহায়তা করার বিষয়টি অব্যাহত রাখবে।

বৈশ্বিক সমুদ্রে টহল দিচ্ছে রাশিয়ার হাইপারসনিক মিসাইল সজ্জিত জাহাজ

মাস্কো। বুধবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে পশ্চিমাদের উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে শক্তি প্রদর্শনের জন্য একটি ট্রান্সসাগর ক্রুজে দেশটির সর্বশেষ জিরকন হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত একটি ফ্রিগেট পাঠিয়েছেন। রাশিয়া বলেছে, জিরকন ক্ষেপণাস্ত্র প্রতি ঘণ্টায় ১১ হাজার ২শ ৬৫ কিলোমিটার বেগে উড়ে পশ্চিমা বিমান প্রতিরক্ষাকে এড়াতে পারে।

দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ২০১৮ সালে নৌবাহিনীর দ্বারা কমিশন করা অ্যাডমিরাল গোর্শকভ হলো ফ্রিগেটগুলোর নতুন সিরিজের প্রথম জাহাজ যা রাশিয়ার নৌবাহিনীর আক্রমণের একটি মূল উপায় হিসেবে প্রাচীন সোভিয়েত নির্মিত ডেস্ট্রয়ারগুলোতে প্রতিস্থাপন করার জন্য নকশা করা হয়েছিল।

২০১৯ সালে এটি ৩৫ হাজার নটিক্যাল মাইল সমুদ্রপথ

পাড়ি দিয়ে বিশ্বের মহাসাগরগুলো প্রদক্ষিণ করেছে। পুতিন জিরকনকে ১ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি রেঞ্জে শব্দের গতির চেয়ে নয় গুণ দ্রুত বেগে উড়ে বিদ্যমান যেকোনো ক্ষেপণাস্ত্র বিরোধী প্রতিরক্ষা ভেদ করতে সক্ষম একটি শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে এর প্রশংসা করেছেন। পুতিন জোর দিয়ে বলেছেন যে, জিরকন রাশিয়ার সামরিক বাহিনীকে একটি দূরপাল্লার প্রচলিত হামলার ক্ষমতা দেয়, যাতে দেশটি নির্ভুলভাবে শত্রুর লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে।

রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গেই শোইগু বুধবার পুতিনকে জানিয়েছেন যে, অ্যাডমিরাল গোর্শকভ আটলান্টিক এবং ভারত মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরে টহল দেবে। তবে তিনি এর আর বিশদ কোনো বিবরণ দেননি।

কোন কোন সামরিক বিশেষজ্ঞ বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং এর মিত্রদের বিশাল নৌবাহিনীর সাথে একটি মাত্র হাইপারসনিক মিসাইল সজ্জিত যুদ্ধজাহাজের কোনো তুলনাই হয় না।

তবে অন্যরা উল্লেখ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলের কাছাকাছি ফ্রিগেটের সম্ভাব্য মোতায়েন ইউক্রেনের সংঘাতের পূর্বে পুতিনের কৌশলের অংশ হতে পারে।

উচ্ছেদ গুয়াহাটি মহানগরে কৃত্রিম বন্যা প্রতিরোধ করা স্বার্থে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হবে

গোয়ালপাড়া জেলায় জনবিস্ফোরণ হয়েছে, বনাঞ্চলের বেদখরকারী বিরুদ্ধে উচ্ছেদ শীঘ্রই ঃ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গোয়ালপাড়া জেলায় জনবিস্ফোরণ দেখে চোখ কপালে মুখ্যমন্ত্রীর । তিনি বলেছেন হিন্দু মুসলমান বলে কথা নয় কিন্তু এভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে শুধু অসম নয় সেটা সারা দেশের জন্য হুমকি স্বরূপ । গুয়াহাটি হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী গোয়ালপাড়ার বনাঞ্চল এলাকায় থাকা বেদনকারীদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান চালাতে বাধ্য রাজ্য সরকার । আজ না হয় কাল এই উচ্ছেদ হবেই । ফলে বেদখলকারীদের স্থানীয় বিধায়কদের মাধ্যমে আদালতে আবেদন জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন, গোয়ালপাড়া জেলায় ভয়ানক ভাবে জনবিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছে । মূলত ২০০১ সালের পর থেকেই ব্যাপকহারে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে । প্রতি ১০ বছর অন্তর ৩০ শতাংশ করে জেলাটিতে জনসংখ্যা বাড়ছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেছেন গোয়ালপাড়া জেলায় ভাঙনের সমস্যা থেকেও বেশি ভয়াবহ হলো এই জনসংখ্যার সমস্যা । এক পরিবারের দুই সন্তান থাকলে সরকার দেড় কাঠা করে জমি দিতে পারে । কিন্তু এক পরিবারের যদি ৮-১০ জন করে সন্তান থাকে তাহলে সরকার কিভাবে জমি দেবে । এই সমস্যা সমাধান না হলে ভবিষ্যতে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এই বিষয়ে হিন্দু মুসলমান বলে কোন কথা নেই । এক্ষেত্রে প্রত্যেককে সজাগ এবং সচেতন হতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি ।

অন্যদিকে গোয়ালপাড়া জেলার বনাঞ্চলে অতি শীঘ্রই উচ্ছেদ অভিযান চলবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন আদালতের নির্দেশ সরকারকে মানতে হবেই । ভোট না পেলেও সরকার আদালতের এই নির্দেশ কার্যকরী করবে । তবে বনাঞ্চলের বেদখরকারীরা প্রযত্নে স্থানীয় চারজন বিধায়কের মাধ্যমে গুয়াহাটি হাইকোর্টে আবেদন জানাতে পারেন । এক্ষেত্রে সামাজিক সংগঠন গুলোর ও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে । তবে সরকার কোনোভাবেই আদালতের রায়ের অবমাননা করবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গত শুক্রবার গোয়ালপাড়া জেলার সৈনিক স্কুলের এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি । সৈনিক স্কুলে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি সৈনিক স্কুলের নানা অভাব অভিযোগের বিষয়ে সবিস্তার কথা বলেছেন ।জেলাটির এই সৈনিক স্কুলে বিভিন্ন ধরনের অভাব রয়েছে বলে উল্লেখ করে এক্ষেত্রে সরকার ব্যবস্থা নেবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ।

এদিকে গুয়াহাটি মহানগরকে কৃত্রিম বন্যা থেকে বাঁচাতে ব্যাপক পদক্ষেপ নিতে চলেছে সরকার । আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মহানগরের ৪২ টি স্থানে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে বলে ঘোষণা করলেন গুয়াহাটি উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রী অশোক সিংহল। শুক্রবার কামরূপ মহানগর জেলাশাসক কার্যালয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বৈঠকে পূর্ত বিভাগ, গুয়াহাটি পুর নিগম সহ বেশ কয়েকটি সরকারি সংস্থা অংশ নিয়েছিল। এই পর্যালোচনা বৈঠকে অংশ নেওয়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মন্ত্রী অশোক সিংহল বলেন, গুয়াহাটি মহানগরে কৃত্রিম বন্যা প্রতিরোধ করা স্বার্থে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হবে । মূলত মহানগরের নানান নর্দমাকে সংযোগকারী নদী গুলো বিশেষ করে ভরলু, মরা ভরলু, লক্ষীজান ইত্যাদি পাঁচটি নদীগুলোতে ৪২ টি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে । আগামী ১৫ দিনের মধ্যে স্থানগুলোতে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে । কামরূপ মহানগরের জেলাশাসক এই উচ্ছেদ অভিযানের নেতৃত্ব দিবেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী অশোক সিংহল ।

দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে চলছিল খনন, জেসিবি ও শক্তিমান আটক

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। জেলা সদর থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে ধ্বজাধারী পাহাড়ের পেছনে অবস্থিত খলকাথম্বিতে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে খনন চলছিল। এ ব্যাপারে মাইকা স্ক্র্যাব (ধীবড়ার) নামে মাইকা খনন করে ঝুমরিটিলিয়ায় অবস্থিত বিভিন্ন মাইকা প্লান্টে বিক্রি করা হচ্ছিল। দীর্ঘদিন ধরে এই অবৈধ খনন চললেও বন দফতরের কোনও পদক্ষেপই দেখা যাচ্ছিল না । এখানে পুলিশের প্রাপ্ত তথ্য ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে যৌথ অভিযান চালানো হয়। তবে এর তথ্য সেখানে আগেই পৌঁছে যাওয়ায় এর সঙ্গে জড়িতরা পালিয়ে যায় এবং কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। বৃহস্পতিবার, ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার রামবাবু এবং কোডারমা থানার ইনচার্জ ইন্দু ভূষণের নেতৃত্বে খালাকথাম্বিতে খনিতে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে একটি জেসিবি মেশিন, দুটি শক্তিমান ও একটি বাইক উদ্ধার করা হয়। এই বিষয়ে কোডারমা থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

দুই ব্যক্তিকে মারধর করার অভিযোগ উঠল শিলিগুড়ি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে

শিলিগুড়ি। দুই ব্যক্তিকে মারধর করার অভিযোগ উঠল শিলিগুড়ি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই ওই যুবকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন দুই ব্যক্তি। তবে, অভিযোগ পাওয়া সত্ত্বেও পুলিশের কাছে অধরা এই যুবক। অভিযোগ সোমবার সকালে শিলিগুড়ির সুকান্ত নগরের বাসিন্দা বাপী দাস বাইক নিয়ে ১৫নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলপান্ডে সরনী দিয়ে তার কর্মস্থলের দিকে যাচ্ছিল।সেই সময় তার দলবল নিয়ে বাপীর রাস্তা আটকায় বিক্রম।নিদান দেন এই রাস্তা দিয়ে বাপী যেতে পারবেনা।বাপী কারন জানতে চাইলেই তাকে বিক্রম ও তার দলবল বেধরক মারধোর করে।বাপী অঘোষিত দাদা বিক্রমের নামে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করে।এরপর শিলিগুড়ির কোর্টমোড়ের কাছে একটি লটারি দোকানের সামনে সুভাষপল্লীর বাসিন্দা অমরজিত পালকে গালিগালাজ করে প্রতিবাদ করতে অমরজিতকে বেধরক মারধোর করে বিক্রম।বিক্রমের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি থানার অভিযোগ দায়ের করে।অভিযোগ পাওয়া সত্ত্বেও বিক্রমকে গ্রেফতার না করতে পারায় ক্ষোভ প্রকাশ করে দুই ব্যক্তি।

ছাত্রবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই দিবস পালন

মালদা। সোমবার সকাল দশটা নাগাদ মালদা শহরের গোলাপপট্টি এলাকায় ছাত্রবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পালন করা হয় বই দিবস।ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেন। এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো বার্তা তুলে দেওয়া হয় ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবকদের হাতে।বই দিবস উপলক্ষে বেলুন দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়। এদিন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবকরা। কৃষ্ণেন্দু বাবু বলেন, বই দিবস উপলক্ষে ছাত্র ছাত্রীদের হাতে বিভিন্ন পুস্তক তুলে দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো বার্তা তুলে দেওয়া হয় অভিভাবকদের হাতে।

মহিলা ঘটিত বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের বিবাদ এবং সংঘর্ষে আহত হলেন চারজন

মালদা। মহিলা ঘটিত বিষয়কে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের বিবাদ এবং সংঘর্ষে আহত হলেন চারজন। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার কৃষ্ণপুর গ্রামে। আহতদের মধ্যে একজন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র রয়েছে। সকলকেই চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। পাশাপাশি এই ঘটনায় দুই পরিবারের পক্ষ থেকে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের নাম মহম্মদ আমান কলিমি (১২)। সে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠরত। বাকি আহতরা হলেন আলম শেখ (৩৭), জুলফিকার শেখ (৪২) এবং মোয়াজ্জেম আলি (৪৬)। তাদের চিকিৎসা চলছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। এদিন সকালে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয়। এরপর হাসুয়া, লাঠি নিয়ে বচসা বেঁধে যায় দুই পক্ষের। তাতে আহত হয় দুই পক্ষের চারজন। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাদের চারজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

প্রতিষ্ঠা দিবসে শীতবস্ত্র ও ফল বিতরণ অসহায় দুস্থদের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের

মালদা। সারা রাজ্য সহ মালদা জেলার রতুয়া টু ব্লকে পহেলা জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হলো। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা দিবস কে স্মরণীয় করে রাখতে দুস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র এবং আড়াই ডাঙ্গা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দুস্থ রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণও করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শামসুল হক, দলের ব্লক সভাপতি রকিবুল হক, সহসভাপতি সুব্রত কর্মকার সহ ব্লক ও অঞ্চল নেতৃবৃন্দ।

এদিন ব্লকের দলীয় কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর রতুয়া টু ব্লক প্রাঙ্গণ মানিকঝা ভবনে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দলীয় নেতৃবৃন্দের কাছে দলকে শক্ত হাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে আহ্বান জানান পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শামসুল হক। আগামী পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলকে স্বচ্ছ ভাবে নির্বাচন পরিচালনা করারও নির্দেশ তিনি।

রোগের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে কীটনাশক খেলেন গৃহবধূ

মালদা। বাড়ির লোকেদের অলক্ষ্যে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালালো এক গৃহবধূ। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার কৃষ্ণনগর এলাকায়। সংকটজনক অবস্থায় ওই গৃহবধূকে ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। তার অবস্থা আশঙ্কা জনক বলেই জানিয়েছেন মেডিকেল কলেজের কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা।

ওই গৃহবধূর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে , অসুস্থ ওই মহিলার নাম কানন মন্ডল (৪৩)। গত ১৫ বছর ধরে পেটের যন্ত্রণা সহ দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিলেন কাননদেবী। সেই রোগের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে এদিন রাতে বাড়ির লোকেদের অলক্ষ্যে কীটনাশক খেয়ে ফেলেন তিনি। তার গোঙানির আওয়াজ শুনে পরে পরিবারের লোকেরা ছুটে আসেন। এরপর তাকে গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। তখনই তাকে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী মালদা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। মেডিকেল কলেজেই ওই গৃহবধূর চিকিৎসা চলছে।

মালিকের অনুপস্থিতিতে দুঃসাহসী চুরি কোচবিহারে, খোয়া গিয়েছে সোনার চেইন, কানের দুল ও পাঁচ হাজার টাকা

কোচবিহার ঃ বাড়িতে মালিকের অনুপস্থিত দুঃসাহসী চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচবিহারে খাগড়া বাড়ি এলাকায়। গত ২৪ শে ডিসেম্বর থেকে বাড়ির মালিক বাড়িতে না থাকায় সেই সুযোগেই বাড়ির দরজার তালা ভেঙে সোনার গয়না সহ প্রায় চার হাজার টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়। কোচবিহার কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা রুম্পা রায় জানান, খাগড়াবাড়ির এই বাড়িতে থেকেই তিনি কলেজে অধ্যাপিকার কাজ করেন। গত ২৪ তারিখ তিনি শিলিগুড়ি শশুর বাড়ি গিয়েছিলেন। আজ তার গাড়ির চালক বাড়িতে এসে দেখতে পাই বাড়ির দরজা খোলা তিনি ভালো করে দেখেন ঘরের সব জিনিস লন্ডভন্ড অবস্থায় রয়েছে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন ওই অধ্যাপিকা। পুন্ডিবাড়ী থানায় খবর দেওয়া হলে পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করে। ওই অধ্যাপিকা জানান তিনটি সোনার চেইন এবং প্রায় পাঁচ জোড়া কানের দুল খোয়া গিয়েছে। একই সঙ্গে বাড়িতে রাখা ছিল প্রায় চার পাঁচ হাজার টাকা সেটাও চোর নিয়ে গিয়েছে। কয়েক বছর আগে একই রকম ভাবে চুরি হয়েছিল। সেই সময়ও পুলিশকে জানানো হয়েছিল কিন্তু চোর ধরা পড়েনি। তাই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

UPSC স্ট্যাটেস্টিকাল সার্ভিস পরীক্ষায় দেশের মধ্যে দ্বিতীয় আলিপুরদুয়ারের বাপ্পা সাহা

আলিপুরদুয়ারঃ UPSC স্ট্যাটেক্টিকাল সার্ভিস পরীক্ষায় দেশের মধ্যে দ্বিতীয় আলিপুরদুয়ারের বাপ্পা সাহাকে তার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে দেওয়া হল সংবর্ধনা। মঙ্গলবার দুপুর আনুমানিক দুটো নাগাদ আলিপুরদুয়ার গোবিন্দ হাই স্কুলে ফুলে তোরা এবং মিষ্টি খাইয়ে কৃতিক বাপ্পা সহাকে সংবর্তিত করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা।জানাযায় বাপ্পা সাহার বাবা গোপাল সাহা পেশায় রাজমিস্ত্রি,সংসারে অভাব ছিল নিত্যসঙ্গী।নুন আনতে পান্তা ফুরোয় এই পরিবারের ছেলের এত কম বয়সে এত বড় সাফল্য তাক লাগিয়ে দিয়েছে রাজ্যবাসীর কাছে। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরিচালিত ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসস্টিক্যাল সার্ভিস পরীক্ষায় সর্ব ভারতীয় স্তরে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন পেশায় রাজমিস্ত্রির ছেলে বাপ্পা। মাত্র ২৩ বছর বয়সেই তার এই সাফল্যে খুশি প্রতিবেশী থেকে আত্মীয়স্বজনরাও। আলিপুরদুয়ার শহর লাগোয়া দক্ষিণ মাঝেরডাবরির বাসিন্দা বাপ্পা। সরকারি এক গ্রামীন প্রাথমিক স্কুলেই পড়াশোনা শুরু হয়েছিল তার। এরপর সে ভর্তি হয়েছিল আলিপুরদুয়ারের গোবিন্দ হাইস্কুলে। সেখানেই বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করে ২০১৬ সালে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় বাপ্পা। এরপর BSC পাশ এবং পরবর্তীতে এগ্রিকালচার স্ট্যাটিসস্টিক্যাল নিয়ে দিল্লির ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার ইন্সটিটিউটে MSC তে ভর্তি হয়েছিল বাপ্পা। স্নাতকস্তর থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতিও নিচ্ছিল বাপ্পা। ২০২২ এর জুন মাসে বাপ্পা ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরিচালিত ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসস্টিক্যাল সার্ভিস পরীক্ষা দেয়। সেখানে ভালো ফল করায় ১৯ ডিসেম্বর দিল্লির ইউপিএসসি ভবনে ইন্টারভিউ এর জন্য ডাক আসে বাপ্পার । গত ২৮ শে ডিসেম্বর বের হয় ফাইনাল রেজাল্ট যেখানে জানা যায় UPSC পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী বাপ্পা।

পুকুরে বিষ দেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি এবং পঞ্চায়েত প্রধানের মধ্যে সংঘাত

মালদা ঃঅঞ্চল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যানের পুকুরে বিষ দেওয়া কে কেন্দ্র করে প্রকাশ্যে শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি এবং পঞ্চায়েত প্রধানের মধ্যে মতবিরোধ। সংগঠনের পদ এবং পঞ্চায়েতের টিকিট দেওয়া কে কেন্দ্র করে মতবিরোধ। সেই আক্রোশের জেরেই পুকুরে বিষ দেওয়া হয়েছে অভিযোগ এক পক্ষের। অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা দুর্নীতি নিয়ে কটাক্ষ অন্য পক্ষের। খোঁচা সিপিআইএমের। পঞ্চায়েত ভোটের প্রাক্কালে ফের অস্বস্তিতে শাসকদল। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেজপুরা এলাকার ঘটনা। ওই এলাকার বাসিন্দা শিবু মহালদার। সদ্য দৌলতপুর অঞ্চলের যুব তৃণমূলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়েছেন। তার পুকুরে গতকাল সোমবার রাতে কেউ বা কারা বিষ দিয়ে দেয়। যার ফলে পুকুরের সব মাছ মারা যায়। তিনি মৎস্যচাষী। ক্ষতি হয়েছে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ টাকার। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রকাশ্যে এসে পড়েছে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। নতুন বছর উপলক্ষে দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মোবারক হোসেনের পক্ষ থেকে বনভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। সেই বনভোজনে আমন্ত্রিত ছিলেন সদ্য নির্বাচিত যুব তৃণমূলের চেয়ারম্যান শিবু মহলদার। কিন্তু দৌলতপুর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি লতিফুর রহমান এবং তার অনুগামীদের আমন্ত্রণ করা হয়নি ওই বনভোজনে। এদিকে দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪৬ নম্বর বুথ এই বছর তফশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। সেখানেই তৃণমূলের প্রতিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন শিবু মহালদার এমনটাই ইচ্ছা প্রধান মোবারক হোসেনের। কিন্তু অঞ্চল সভাপতি লতিফুর রহমান সেটা চান না। তিনি চান তার অনুগামী দৌলতপুর অঞ্চলের সোশ্যাল মিডিয়া ইনচার্জ কৃষ্ণা মহালদার কে প্রার্থী করতে। এই নিয়ে মতবিরোধের ফলেই পুকুরে বিষ দেওয়া হয়েছে। এমনটাই মনে করছেন পঞ্চায়েত প্রধান মোবারক হোসেন। তাদের অভিযোগ আক্রোশের জেরেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। যদিও অঞ্চল সভাপতি লতিফুর রহমান অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন।

বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলার সময় মাথায় বলের চোট পেয়ে মৃত্যু হল ১১ বছর বয়সী এক বালকের

মালদা ঃ বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলার সময় মাথায় বলের চোট পেয়ে মৃত্যু হল ১১ বছর বয়সী এক বালকের। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হাবিবপুর থানার আস্তর গ্রাম এলাকায়। ওই বালকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার গোটা এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার। এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে হবিবপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। পুলিশের স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই বালকের নাম অমিত কুমার মার্ডি (১১)। পরিবারে রয়েছে বাবা শৈলেন মার্ডি মা মিনতি টুডু। অন্যান্য দিনের মতো এদিন বাড়ির পাশেই অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলা করছিল ফুটবল নিয়ে ওই বালক। সেই সময় অন্য বালকদের ফুটবলের আঘাত লাগে মাথায়। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে সে। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে আনা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় ওই বালকের। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃত শিশুর পরিবারসহ গোটা গ্রামে।

শিলিগুড়িতে আযয়োজিত হতে চলেছে জাতীয় ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ

শিলিগুড়ি। আগামী ৭ এবং ৮ জানুয়ারি অষ্টম আইএসকেএফ ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশি ২০২৩ আযয়োজিত হতে চলেছে শিলিগুড়ি সুব্রত সংঘ ময়দানে। জানাগেছে, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে ২৫০জন ৭টি রাজ্য আসাম, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ২৫০জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করবে। পাশাপাশি এই খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে থাকছে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এছাড়া বিজয়ী দলদের জন্য থাকছে মেডেল ও সার্টিফিকেট । এদিন সংস্থার সদস্য পীযূষ কান্তি বর্মন বলেন, যারা বাইরে থেকে খেলায় অংশগ্রহণ করতে আসছে তাদের জন্য বিনামূল্যে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অবৈধ কাঠের গুদামে হানা দিয়ে প্রচুর কাঠ ও কাঠের আসবাবপত্র উদ্ধার করল বনদফতরে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্মীরা

আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি ব্লকের হ্যামিল্টণগঞ্জের ফরয়ার্ডনগড়, রবীন্দ্রনগড় সহ বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ কাঠের গুদামে হানা দিয়ে প্রচুর কাঠ ও কাঠের আসবাবপত্র উদ্ধার করল বনদফতরে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্মীরা । মঙ্গলবার বনকর্মীরা গোপন সুত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে হ্যামিল্টণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় । প্রচুর কাঠ ও আসবাবপত্র উদ্ধার হয় উদ্ধার কৃত কাঠ ও আসবাবপত্র রেঞ্জে নিয়ে আসা হয়েছে।

আবাস যোজনা, পানীয় জল পরিষেবা সহ মোট ১২দফা দাবিতে নকশালবাড়ি বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান

শিলিগুড়ি। আবাস যোজনা, পানীয় জল পরিষেবা সহ মোট ১২দফা দাবিতে নকশালবাড়ি বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান করল নকশালবাড়ি ব্লক বিজেপি। এদিন নকশালবাড়ি থেকে মিছিল করে বিডিও অফিসে অবস্থান বিক্ষোভ করে বিডিওকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এই বিষয়ে বিজেপির সহ সভাপতি মনোরঞ্জন মন্ডল জানান, যারা দ্ররিদ্র তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে আবাস যোজনায়।এমনকি যারা বিজেপি করে তাদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে।গরীব মানুষেরা ঘর না পেলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলন হবে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি নেতারা।পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে জল প্রকল্প বাস্তবায়ন ও রাস্তার দাবিও জানানো হয়।

স্ত্রীকে মারধর, ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি। স্ত্রীকে মারধর করার অভিযোগে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত মাইকেল মধুসুদন কলোনী থেকে দেবাশীষ মহন্ত নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, এই ব্যক্তি একাধিক বিয়ে করেছে। চলতি মাসের ১ তারিখে ওই ব্যক্তি তার বর্তমান স্ত্রীকে ফুলবাড়ি এলাকায় ডেকে এনে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হতেই গতকাল রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মঙ্গলবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাজপাখির সেবাশুশ্রূষা করেন মহিলা দোকানদার

জলপাইগুড়ি। জাতীয় সড়কের দুর্ঘটনার কবলে এক কুকুর ছানা। কুকুর ছানার কাছে এক বাজপাখি ছুটে আসতেই পাখিটি কোন এক গাড়ি ধাক্কা মারলে পাখিটি ছিটকে পড়ে রাস্তার ধারে। ঘটনা জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি জাতীয় সড়কের মোহিতনগর আসাম মোর লাগোয়া সুভাষ নগর এলাকায়। দেখতে পেয়ে পাশেই এক চায়ের মহিলা দোকানদার সোমা রায় শর্মা ছুটে গিয়ে পাখিটিকে তুলে নিয়ে সেবাশুশ্রূষা শুরু করেন। মাতৃস্নেহে কোলে আগলে রেখে পাখিটিকে আপ্রাণ চেষ্টা করেন শুশ্রূষা করার। বলেন এ ধরনের পাখি এখন দেখাই দায়। খুব কষ্ট হচ্ছে পাখিটি এই অবস্থা দেখে। অবশেষে খবর দেওয়া হয় পরিবেশপ্রেমী কর্মীদের। এদিন সাতসকালে এই ঘটনায় পাখিটিকে দেখতে ভিড় জমান বহু মানুষ।

বালি পাথর নিয়ে মাফিয়ারাজ, হামলায় আহত পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন

শিলিগুড়ি । বালি পাথর নিয়ে মাফিয়ারাজের অভিযোগ। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়ে আহত হলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। শাসক দলের কর্মীরা তার ওপর হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ আনে বক্সগুা মঙ্গলবার, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা বিরোধী দলনেতাকে দেখতে গেলেন মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক তথা বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি আনন্দময় বর্মন। অমিত জৈন যেমনটা জানান গতকাল রাতে তার ওয়ার্ড থেকে এক ব্যক্তি তাকে ফোন মারফত জানান বালি পাথর নিয়ে কিছু সমস্যার কারণে বেশ কয়েকজন তার বাড়ি ঘেরাও করে। তা শুনেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান অমিত জৈন। সেইসময় তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলে তাকে মারধর করা হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন। তার অভিযোগ শাসক দল অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরাই এই কাজ করেছে। ওই ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রদীপ গোয়েলের নেতৃত্বে এই কাজ হয়েছে বলে তার অভিযোগ। গতকাল রাতে তাকে আহত অবস্থায় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিন তার সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আনন্দময় বর্মন বলেন, বিরোধীদের দমন করার জন্য এই কাজ করছে শাসকদল। এই ঘটনা খুবই নিন্দনীয়। দোষীদের যাতে শাস্তি হয় দলগতভাবে সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। অন্যদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে যান দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শঙ্কর মালাকার। তিনিও এই ঘটনাকে নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, এর আগে শিলিগুড়ির রাজনীতিতে কখনো এই কাজ হয় নি। এখন বিরোধীদের আক্রমণ করা হচ্ছে, যা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। অপরদিকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রদীপ গোয়েল। তিনি বলেন, এই সম্পর্কে তার কিছু জানা নেই। এলাকায় তিনি কোনো উন্নয়ন করে নি ফলে স্থানীয়রা ক্ষোভে এই কাজ করেছে।

বিজেপি ছাড়লেন উত্তর মালদার সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সৌমিত্র রায়, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে উত্তর মালদার সাংগঠনিক সভাপতিক দিলেন বিজেপি ছাড়া লিখিত বার্তা

মালদা। বিজেপি দল ছাড়লেন উত্তর মালদার সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সৌমিত্র রায়। মালদার একজন বর্ষীয়ান নেতা হিসেবে পরিচিত সৌমিত্রবাবু মঙ্গলবার দিন হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে দলের উত্তর মালদার সাংগঠনিক সভাপতি উজ্জ্বল দত্তের কাছে বিজেপি ছাড়া লিখিত বার্তা জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে এখন তিনি অন্য কোনো দলে যোগদান করছেন না বলে পরিষ্কার জানিয়েছেন সৌমিত্র রায়। তিনি বলেন, শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরেই একসময় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছিলাম। পরবর্তীতে আবারো সেই শুভেন্দুবাবুর হাত ধরেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করি। কিন্তু কোনোরকম যোগ্য মর্যাদা মেলে নি । শুধুমাত্র মিথ্যা ভাবে প্ররোচনা দিয়ে গিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। তাই এদিন বিজেপি দল ছাড়ার পরিস্কার বার্তা জেলা নেতৃত্বকে জানিয়ে দিয়েছি। দলত্যাগী বিজেপির উত্তর মালদার সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক সৌমিত্র রায় বলেন, শুভেন্দু অধিকারী শুধুমাত্র মিথ্যা ভাওতা দিয়েই দলের নেতাকর্মীদের নিয়ে চলার চেষ্টা করছে । তার কথার কোন গুরুত্ব নেই। নানান প্রতিশ্রুতির ফাঁদে পড়েই এই ভুল আমার মতো অনেকেই করেছেন। তারাও এখন ধীরে ধীরে দল ছাড়তে চাইছেন। তবে এই মুহূর্তে রাজনৈতিক থেকে বিশ্রাম নিয়েই থাকার ইঙ্গিত দিয়েছেন সৌমিত্রবাবু। যদি এপ্রসঙ্গে তৃণমূল পরিচালিত ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী জানিয়েছেন, কে কোন দল ছাড়লো , কে তৃণমূলে যোগদান করবে সেটা রাজ্য নেতৃত্ব বলতে পারবে। এ বিষয়ে আমার কোন বক্তব্য নেই।

পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের ওপর হামলা, প্রতিবাদ জানিয়ে শিলিগুড়িতে ধিক্কার মিছিল বিজেপির

শিলিগুড়ি । শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের ওপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে শিলিগুড়িতে প্রতিবাদ ও ধিক্কার মিছিল ভারতীয় জনতা পার্টি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির। মঙ্গলবার বিকেলে শিলিগুড়ির হাশমি চক থেকে এই মিছিলটি শুরু হয়। এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি তথা মাটিগাড়া - নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন শিলিগুড়িতে সর্বত্র মানুষের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে শাসক দল। অমিত জৈনের ওপরও তৃণমূল নেতা তথা ৯ নং ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর প্রদীপ গোয়েলের নেতৃত্বে হামলা চলেছে। এই বিষয় নিয়ে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। দোষীদের শাস্তি না হলে দলগতভাবে বড় আঃেদালনে নামার হুমকি দিয়েছেন তিনি।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্পর্ক, গোপনীয়তা নিয়ে অসতর্ক আচরণ

ঢাকা ঃ সম্প্রতি বাংলাদেশে নুহাশ হুমায়ূনের সঙ্গে এক নারীর কথোপকথোনের স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশের পর তা নিয়ে ট্রল এবং সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

এর ফলে মি টু আন্দোলনের ভুক্তভোগীদের অভিযোগ কি হালকা হয়ে যাচ্ছে? কী বলছেন নারীবাদী, ভুক্তভোগী, আন্দোলনকর্মী এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা?

সম্প্রতি নুহাশ হুমায়ূনের সঙ্গে একটি ডেটিং অ্যাপ থেকে নেয়া কথোপকথনের ছবি (স্ক্রিন শট) প্রকাশ করেন এক নারী। তিনি কথোপকথনের ছবি নিয়ে নিজের ফেসবুক ওয়ালে তুলে অভিযোগ করেন, তাকে ওই ব্যক্তি শারীরীক সম্পর্কের প্রস্তাব দিয়েছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি এ দেশের একজন সুপরিচিত এবং একজন জনপ্রিয় সাহিত্যিক ও পরিচালকের সন্তান। স্বাভাবিকভাবেই ঘটনাটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। স্ক্রিন শটটিতে দেখা যায়, ওই নারীর সাথে অভিযুক্ত ব্যক্তির বেশ কিছু দিনের আলাপ চলেছে। কথোপকথনের এক পর্যায়ে কফি খাবার প্রস্তাব দেন পুরুষটি। ওই নারী কফি খাওয়ার প্রস্তাবকে শারীরীক সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা হিসেবেই ব্যক্ত করেছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই স্ক্রিন শট ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের পক্ষে বিপক্ষে নানা মত দিচ্ছেন নেটিজেনরা। এর সঙ্গে যুক্ত নারী পুরুষ দুজনকেই নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন হতে হচ্ছে। কফি খাওয়া নিয়ে ট্রলও শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন মাধ্যমে। এ ধরণের খবরে প্রথমেই যা হয়, তা হলো দুজন ব্যক্তির চারিত্রিক দোষারোপ শুরু হয়, যেখানে টেনে আনা হয় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও। আমাদের দেশে মাঝে মাঝেই জনপ্রিয় কিংবা সাধারণ অনেকের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং গণমাধ্যমেও এ ধরনের কথোপোকথন স্ক্রিন শট, কখনও অডিও-ভিডিও আকারে ক্লিপ ছড়িয়ে পড়ছে। এর মধ্যে মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, প্রশাসন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এমনকি শিক্ষকও রয়েছেন। অভিযোগকারী এবং অভিযোগগুলোর চলমান প্রবণতা থেকে যৌন হয়রানি, ট্রল, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, সামাজিক মর্যাদা, যৌনতা প্রকাশ, বিচার ব্যবস্থাসহ অনেক কিছু নিয়েই নতুন করে ভাবাচ্ছে সব শ্রেণি পেশার মানুষদের।

বেশ কয়েক বছর আগে যখন মিটু মুভমেন্ট শুরু হয়, তখন নারীরা, এমনকি পুরুষেরাও তাদের জীবনে অতীত কিংবা চলমান যৌন হয়রানি-নিপীড়নের তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করতে থাকেন। বিচার ব্যবস্থার বাইরে, নিপীড়কের পরিচয় তুলে ধরে সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশের বিষয়টি বেশ সাড়া ফেলে সারা বিশ্বে। মূলতঃ সেলিব্রেটিদের এ আন্দোলনে ক্রমান্বয়ে যুক্ত হন সাধারণ নারীরাও। যার ছোয়াঁ এদেশেও এসে লাগে। তারই ধারাবাহিকতায় অনেক অজানা নিপীড়ক এবং নির্যাতিতের তথ্য পাওয়া যায়। তবে বেশ কয়েকটি কারণে এই মিটু মুভমেন্ট নিয়ে প্রশ্ন তোলেন নেটিজেনরা। তার প্রধান কারণটি ছিল সোশাল মিডিয়ায় কাউকে ডিফেইম করার মধ্য দিয়ে বিচার আসলে কার কাছে চাওয়া হয়, এই চাওয়ার মধ্যে মনোতুষ্টি থাকলেও, দোষী ব্যক্তিরা বিচারের আড়ালেই রয়ে যাচ্ছিলেন। দ্বিতীয় বিতর্ক ছিলো মিথ্যে, বানোয়াট গল্প ফেঁদে কাউকে কাউকে বিতর্কিত এবং তার সম্মানহানি করা।

মিটু আন্দোলনের এক অংশীজন আসমাউল হুসনা, তিনি বাংলাদেশ ইন্সস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে কমিউনিকেশন অফিসার হিসেবে কাজ করছেন। তিনি বলছেন যে দেশে বিচার ব্যবস্থায় একজন নারীর সহজে এসব বিষয় নিয়ে বিচার পাবার উপায় নেই, সেদেশে মিটুর মতো মুভমেন্টে মেয়েরা যে কথা বলছে, নিপীড়কদের নাম প্রকাশ করে তথ্য দিচ্ছে এটা স্বাগত জানানো উচিৎ। আর সম্প্রতি স্ক্রিন শট প্রকাশের ট্রেন্ড আর মিটু আন্দোলন কোনোভাবেই এক বিষয় নয়। কারণ মিটুর রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রেক্ষাপট একেবারেই ভিন্ন। মিটুতে মেয়েরা নিজেদের না বলা কথাগুলো, যেগুলো তাকে মানসিক, শারীরিকভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে তা বলতে চেয়েছে। পরিবার, কর্মক্ষেত্র কিংবা রাস্তাঘাটে তাদের নিপীড়নের কথা বলতে চেয়েছে, যা তারা কোনোদিন বলতে পারবে বলে ভাবেনি। কিন্তু মিটু তাকে সেই প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে। এখানে ডিফেইমের প্রশ্নই আসে না। সম্প্রতি যে নারী স্ক্রিন শট প্রকাশ করেছে সে যে নির্যাতিত তা কি বলেছে, না। আসমাউল জানান, ''পশ্চিমা দেশগুলো মিটু আকারে উঠে আসা অনেকের এ ধরনের অভিযোগ বিচারালয়ে গিয়েছে, অনেকের সাজা হয়েছে। কিন্তু দেখেন আমাদের বিচার ব্যবস্থায় কিন্তু এই সুযোগ নেই। কারণ দীর্ঘ দিন আগে ঘটে যাওয়া কোনো যৌন হয়রানির ঘটনাকে সাক্ষী-প্রমাণ দিয়ে আদালতে উপস্থাপন করে বিচার পাবার কোনো আইনগত নজির এদেশে নেই। তিনি বলেন, সুযোগসন্ধানীরা সব ক্ষেত্রেই আছে। কেউ মিথ্যা তথ্য দিলে সেটির অবশ্যই বিচার হওয়া উচিৎ। আর বর্তমানে সাইবার ক্রাইম ইউনিট আছে আলাদা, কাউকে হয়রানি করা হলে সেখানে প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ আছে।''

অভিনেত্রী বন্যা মির্জা বলছেন, যখন কোনো অ্যাপ সুনির্দিষ্ট বিষয়কেই উপস্থাপিত করে, তখন সেখানে যারা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন তখন নিশ্চই জেনেই করছেন। তবে জানার পরও কেউ যৌন হয়রানির শিকার হতে পারেন। সেক্ষেত্রে দেশের আইনেই এর প্রতিকার পাবার উপায় আছে।'' ডেটিং অ্যাপে কাউকে শারীরিক সম্পর্ক করার প্রস্তাবকেও আক্রমণাত্মক হিসেবে দেখছেন না তিনি। আরগোপনীয় বিষয় প্রকাশকে একটা আঃেদালন নামে চালাতে থাকা নিয়েও সতর্ক করেন তিনি।

বিজ্ঞাপন নির্মাতা অমিতাভ রেজা এই ধরণের স্ক্রিন শট স্ক্যান্ড্যালের শিকার হয়েছিলেন বছর কয়েক আগে। তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে, এক নারীর সঙ্গে আপত্তিকর কথোপকথন চালিয়ে, সেটার স্ক্রিন শট নিয়ে ছড়িয়ে দেয়া হয় সামাজিক মাধ্যমে। এ নিয়ে বেশ ভুগতে হয়েছিলো তাকে। তিনি বলেন, কাউকে কফি খাওয়ার প্রস্তাব দেয়া দোষের কিছু নয়। এখানে তো কোনো ফৌজদারি অপরাধ হয়নি।

ফ্লার্টিং যৌন হয়রানির মধ্যে পড়ে কিনা জানতে কথা বলেছিলাম সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবী মিতি সানজানার সঙ্গে। তিনি বলেন,

কিছু কিছু হয়রানির মধ্যে ফ্লার্টিং যৌন হয়রানির মধ্যে পড়ে, তবে উভয়পক্ষের সম্মতিতে যখন কোনো কথোপকথন চলে তখন সেটা যৌন হয়রানির মধ্যে পড়বে না। স্ক্রিন শট প্রকাশ করার যে প্রবণতা সেটি বাংলাদেশের আইনে পরিষ্কারভাবে একটি অপরাধ। মিতি এই প্রবণতা থেকে সরে আসার কথা বলেন। তিনি বলেন, সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে যে আইনটি রয়েছে এর ২৯ ধারায় মানহানির বিচার করা হয়ে থাকে। কেউ কাউকে এ ধরনের মাধ্যমে কোনো তথ্য প্রকাশ করে অপমান, অপদস্ত বা সম্মানহানি করতে চায় তাহলে এটি অপরাধ।

তিনি আরও জানান, ২৯ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারায় যে সমস্ত বিষয় মানহানিকর, সেই তথ্য যদি প্রচার এবং প্রকাশ করে থাকেন, তিনি অনধিক তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করবেন বা পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে। সেটা ছাড়া দণ্ডবিধি ৫০০ ও ৫০১ ধারায় মানহানির বিচার করা হয়। এতে দুই বছরের কারাদণ্ড সঙ্গে অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। এই আইনজীবী জানান, সম্প্রতি অনেকের মিথ্যা, বানোয়াট বিষয় প্রকাশের প্রবণতা, সত্যিকার অর্থে যারা নির্যাতিত তাদের অভিযোগগুলো প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। তাই তিনি মনে করেন, নারী কিংবা পুরুষ যিনিই অভিযুক্ত হন না কেনো, ভুক্তভোগীর উচিৎ তাকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা।

নারী অধিকার কর্মী নাদিয়া ইসলাম বলছেন, ''যদি ফৌজদারি অপরাধ না হয়, নৈতিক অপরাধ না হয় তাহলে এক্সপোজ করার বিষয়টা কি? কফি খাওয়ার অফার খুব স্বাভাবিক প্রস্তাব। আর যদি যৌন সম্পর্কের কথা বলা হয়, অর্থাৎ কারো সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের প্রস্তাব কেউ দিয়ে থাকলে সেটা আসলে কোন প্রেক্ষাপটে দেয়া হয়েছে তার ওপর নির্ভর করবে, এই প্রস্তাবকে কীভাবে দেখা হবে।''

নাদিয়া বলেন, ''বর্তমান প্রেক্ষাপটে মিটু নিয়ে অবশ্যই এখন নতুন করে ভাবার দরকার আছে। প্রত্যেকটা আন্দোলনের সময়ের সঙ্গে, ব্যক্তির পারসপেকটিভ, ঘটনা প্রবাহ সবকিছুর টাইমলাইন চেক করা উচিৎ। কারণ মিটুর মূল বিষয়টাই ছিলো, আমি যে বিচার পাইনি, আমি সেটা যেনো পাই। এখন মিটু যদি অপব্যবহার করে আর একটা এক্সপ্লয়টেশনের জায়গা হয় তাহলে সেটা অবশ্যই দুঃখজনক। বাংলাদেশে একটা জিনিসই খুব হয়, বিয়ের প্রলোভনে ধর্ষণ। এই ঘটনাতেও তো অনেককে শুধু হয়রানি করার জন্যই মামলা দেয়া হচ্ছে। আর এগুলোর ভুক্তভোগী হচ্ছেন, যারা আসলেই নির্যাতিত হচ্ছেন মূলতঃ তারাই, তাদের বিচার চাইতে গিয়ে।''

নাদিয়া এ সময় গণমাধ্যমে এ ধরণের ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট করার ধরন নিয়েও আপত্তি করেছেন। এ ধরনের ঘটনাগুলো গণমাধ্যমে যেভাবে প্রকাশ হয়, তার প্রভাব পড়ছে তরুণদের মধ্যেও। তারাও ওই ভাষাতেই ভুক্তভোগীদের ট্রল করছেন, বিচার করছেন। গণমাধ্যমও বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে মোরাল পুলিশিং করছে। বিশেষ করে সেলিব্রেটিদের এসব বিষয় নিয়ে এক ধরনের চটকদার হেডলাইন করছেন, যা সাংবাদিকতার নৈতিক বিষয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করে। যেমন একজন নায়িকার কয়টা বিয়ে, একজন নায়কের বাবার কি দোষ ছিলো, এগুলোতো আসলে মানুষের কালেকটিভ সাইকোলজিতে প্রভাব ফেলছে। একজন যখন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পরনিন্দা তার কালচার, মানুষকে হেরাস করা তার কালচার তখন ব্যক্তি পর্যায়ে এই চর্চাগুলো বাড়ে। তাই তরুণদের দোষ দেয়ার আগে গেইট কিপারদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে।

সঞ্জয় দে, যিনি অনলাইনভিত্তিক পোর্টাল বার্তা প্রধান হিসেবেও কাজ করছেন। তিনি বলছেন, ''সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে আপনি আসলে বিচারালয় হিসেবে পরিণত করতে পারেন না। এটার অনেক বাজে দিক আছে, আমরা গণপিটুনিকে সমর্থন করি না, আমরা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সমর্থন করতে পারি না। কারণ যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে, স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়, সেই অভিযোগ প্রমাণ করতে গিয়ে কতগুলো ধারাবাহিক কাজের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, সাক্ষ্য প্রমাণের বিষয় আছে , চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স আছে যা বন্দুকযুদ্ধ বা গণপিটুনিতে থাকেম না। এক্ষেত্রে যেটা হয়, অনেক সময় নিরপরাধ ব্যক্তিও ভুক্তভোগী হয়, আবার আসল অপরাধীও চলে যায় ধরা ছোয়াঁর বাইরে। একইভাবে স্যোশাল মিডিয়ায় কারো বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির মতো অভিযোগ আনলে অভিযুক্ত ব্যক্তির আসলে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকে না। যদি সেটা থাকেও, যদি এই অভিযোগটি মিথ্যাও হয়, সেটি প্রমাণ করতে করতে তার সামাজিক মর্যাদা, ভাবমূর্তি, গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হয়। এমনকি যে নারী বা পুরুষ অভিযোগ করেন, উভয়কেই কিন্তু একই ধরনের হয়রানি হতে হয়। তাদের চরিত্র নিয়ে, তাদের ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে চর্চা শুরু হয়।'' সঞ্জয় বলছেন, বাংলাদেশের আইনে এখন ইনবক্সে লঘু বা গুরু অবরাধের সুরাহা আছে। তাই ফেসবুকে বিচারের জন্য ছেড়ে দিলে সেটাও অপরাধের মধ্যে পড়ে এবং নৈতিকভাবেও এ কাজ করা যায় না।

কাবেরী আযাদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ড্রয়িং বিভাগে দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। তার ভাবনা জানতে চেয়েছিলাম। কাবেরীর বললেন,''আমার কারো কথা পছন্দ না হলে, কারো আচরণ হয়রানিমূলক মনে হলে আমার অনেক ধরণের বিকল্প পথ আছে তাকে বাধা দেয়ার। আমি তাকে রেস্ট্রিকটেড করতে পারি এবং ফেসবুক অথরিটিকে তার নামে অভিযোগ করতে পারি। কারো ফ্লার্টিং ভালো না লাগলে, তাকে তা সরাসরি বলতে শিখতে হবে। যৌন প্রস্তাবে হ্যাঁ বা না বলার স্বাধীনতা যে মেয়েদেরও আছে, মেয়ে হিসেবে সেটা বুঝাটা খুবই জরুরি।''

ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশের সাইবার বিভাগ সিটি সাইবারের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম বলেন, ''কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ অবশ্যই সাইবার ক্রাইমের মধ্যে পড়ে। খুবই ব্যক্তিগত তথ্য, ফিনান্সিয়াল তথ্য, যৌনআবেদন আছে এমন বার্তা, ঘৃণামূলক বক্তব্য এবং কথার ধরণে এসব ইঙ্গিত রয়েছে এমন স্ক্রিন শট সাইবার ক্রাইমের মধ্যে পড়তে পারে।'' তবে যেকোনো হয়রানি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশকে নিরুৎসাহিত করেন তিনি।

চলমান এক্সপোজ প্রবণতা নিয়েও উদ্বিগ্ন তারা। তাদের টিম কাজও করছে এ নিয়ে। যেকোনো ঘটনায় স্বঃপ্রণোদিত হয়ে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে, দুইভাবেই কাজ করেন তারা। প্রয়োজন অনুযায়ী আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয়। সাইবার ক্রাইম নিয়ে সচেতনা বাড়াতে তাদের বিভিন্ন কর্মসূচীও আছে। নাজমুল জানান, ''যেসব মামলা তারা পান তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের অন্যতম কারণ হলো প্রতিশোধ পরায়ণতা। অনেক সময় কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য এভাবে এক্সপোজ করা হয়ে থাকে। আবার অর্থনৈতিক সুবিধা নিতে এমন তথ্য দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করা হয়। সামাজিকভাবে হেয় করতেও এক্সপোজ করেন অনেকে।''

এই কর্মকর্তা জানান, ''সাইবার অপরাধে যেসব অভিযোগ আসে, তার আশিভাগ করেন নারী। যার মধ্যে ৭০ ভাগ বয়সন্ধিতে আছেন এমন কিশোরীদের অভিযোগ। তাদের অভিযোগগুলো বেশিরভাগ অ্যাকাউন্ট কম্প্রোমাইজ, পর্ণগ্রাফি, বুলিং এবং অর্থনৈতিক প্রস্তাবের।'' নাজমুল জানান, ''সাইবার ক্রাইম ঠেকাতে দরকার সচেতনতা। রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তি সবাইকে কাজ করতে হবে। সাইবার এথিক্স তৈরি করতে হবে। কোনটা করা যাবে, কোনটা যাবে না বুঝতে হবে। আইন আছে, তা মানতে হবে । সর্বোপরি নিজেকে অপরকে নিরাপদ করেই সাইবার জগতে কাজ করতে হবে।''

যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশের গুলিতে বাংলাদেশি ছাত্র নিহত

ঢাকা ঃ পুলিশের গুলিতে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর মৃত্যুকে প্রবাসীরা 'পুলিশি হত্যাকাণ্ড' হিসেবে দেখছেন। 'স্পিক আপ, স্ট্যান্ড আপ' 'জাস্টিস ফর ফয়সাল', 'স্টপ পুলিশ ব্রুটালিটি' স্লোগানে বস্টনের কেমব্রিজ শহরে বিক্ষোভ করেছেন তারা।

সৈয়দ ফয়সাল আরিফের মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না প্রবাসীরা। এই মৃত্যুর বিচারের দাবিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে কেমব্রিজ সিটি হল প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সমাবেশ হয়। প্রবাসী বাংলাদেশিরা ছাড়াও আরিফের সহপাঠীরা অংশ নেন সেখানে। ডয়চে ভেলের কনটেঃট পার্টনার বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের নিউ ইয়র্ক প্রতিনিধির পাঠানো প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, কম্যুনিটি লিডার ইকবাল ইউসুফ সেই সমাবেশে বলেন, বস্টন হচ্ছে সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় মানুষের সিটি। আমরা কখনো কোনো দাঙ্গায় লিপ্ত হইনি। তবু কেন আমাদের টার্গেট করা হয়েছে? কেন আমাদের নিষ্পাপ আরিফের বুকে বিদ্ধ হবে পুলিশের বুলেটে। মাবাবা একমাত্র ছেলে আরিফ বছর সাতেক আগে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। ২০ বছর বয়সি এই তরুণ পড়ালেখা করছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস আমহার্স্টের বস্টন ক্যাম্পাসে। আরিফের বাবা মো. মুজিবউল্লাহ স্থানীয় সাংবাদিকদের বলেছেন, ও ছিল খুবই মেধাবি। আশা করেছিলাম সে ইঞ্জিনিয়ার অথবা ডাক্তার হবে কিন্তু এখন সব আশা শেষ হয়ে গেল। শান্তশিষ্ট কেমব্রিজ শহরের চেস্টনাট স্ট্রিটে ঘটনাটি ঘটে বুধবার রাত সোয়া ১১টার দিকে। হটলাইনে পুলিশ খবর পায়, এক তরুণ ছোরা হাতে একটি অ্যাপার্টমেন্টের জানালা দিয়ে বেরিয়েছে। পরে পুলিশ সেখানে যায় এবং তাদের গুলিতে প্রাণ হারায় আরিফ। মিডলসেক্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ম্যারিয়েন রায়ান বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, পুলিশের হটলাইনে ফোনটা করেছিলেন কেমব্রিজপোর্টের এক বাসিন্দা। তিনি বলেছিলেন, এক তরুণ খালি গায়ে ঘরের জানালা দিয়ে লাফিয়ে রাস্তায় নেমেছে, তার হাতে বড় আকারের একটি ছুরি রয়েছে। তরুণটি নিজেকে ছুরিকাঘাতে আহত করার চেষ্টা করছে। এ খবর জেনে ডজনখানেক পুলিশ সেখানে যায়। তারা ওই তরুণকে থামতে বললে তাতে সাড়া না দিয়ে তিনি চেস্টনাট স্ট্রিট দিয়ে দৌড়াতে থাকেন। পুলিশের পক্ষ থেকে ছুরিটি ফেলে দিতে বলা হয়। তরুণটি তখন ছুরি উঁচিয়ে পুলিশের দিকে তেড়ে যায় বলে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির ভাষ্য। তিনি বলেন, ''এ অবস্থায় পুলিশ তার দিকে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। গুরুতর অবস্থায় বস্টন জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। কেমব্রিজের পুলিশ কমিশনার ক্রিস্টিন ইলো সংবাদ সম্মেলনে বলেন, যে কোনো মৃত্যুই বেদনাদায়ক। আমরা আরিফের মৃত্যুকেও সহজভাবে নিচ্ছি না।

পুতিনকে এরদোয়ান : যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে রাশিয়ার উচিত ইউক্রেনের শান্তি প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা

মাস্কো ঃ তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেজেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান রুশ নেতা ভ্লাদিমির পুতিনকে বলেছেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন ঠেকানো সংক্রান্ত আলোচনা একতরফা যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে রাশিয়ার সমর্থন করা উচিত। এরদোয়ানের কার্যালয় বলেছে, তিনি এবং পুতিন বৃহস্পতিবার ফোনে কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেন শান্তি আলোচনায় একটি ন্যায্য সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত। তুর্কি নেতা এরদোয়ান দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেছেন এবং শস্য রপ্তানির সুবিধার্থে তুরস্ক রাশিয়া এবং ইউক্রেনের চুক্তিতে পৌঁছানোর আলোচনায় সহায়তা করেছে। বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকির সাথে এরদোয়ান আলাপ করবেন বলে আশা করা হচ্ছিল। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ বুধবার জেলেন্সকিকে বলেছেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইউক্রেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সহায়তা করার জন্য ফ্রান্স হালকা এএমএক্স১০ আরসি সাঁজোয়া যুদ্ধযান পাঠাবে। এটি একটি হালকা ট্যাংক মডেল যা ফরাসি সামরিক বাহিনী ১৯৮০ সাল থেকে ব্যবহার করেছে তবে পর্যায়পক্রমে বাতিল করেছে। একজন ফরাসি কর্মকর্তা এ সংবাদ জানান। প্রায় ১১ মাস আগে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেন আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন পশ্চিমপন্থী দেশটিকে অসামরিকীকরণ এবং নাৎসীমুক্ত করা প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা মিত্ররা সামরিক পদক্ষেপের সমালোচনা করেছে এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে একাধিক দফা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পাশাপাশি ইউক্রেনকে আর্থিক এবং সামরিক সহায়তা প্রদান করছে। ডিসেম্বরে বাইডেন ঘোষণা করেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র প্রথমবারের মতো ইউক্রেনকে একটি প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র ব্যাটারি পাঠাবে। এটি রাশিয়ার বিমান হামলা প্রতিহত করার জন্য পশ্চিমের দেয়া সবচেয়ে উন্নত ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা। পুতিন অস্ত্র ব্যবস্থার ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, সেগুলো পুরনো এবং রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা সেগুলোকে গুলি করে ভূপতিত করবে।

অস্ট্রিয়ার ব্যারাকে গুলি, এক সৈন্য নিহত

অস্ট্রিয়া ঃ অস্ট্রিয়ার উইনার নিউস্টাড শহরের একটি এয়ারফিল্ড ব্যারাকে গোলাগুলিতে পর এক সেনা নিহত হয়েছে। এই ঘটনায় আরেক সেনা আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র। অস্ট্রিয়ান বার্তা সংস্থা এপিএ জানিয়েছে, নিজেদের মধ্যে কাটা কাটাকাটির একপর্যায়ে প্রহরীর দায়িত্বে থাকা এক সৈনিক গুলি চালালে সেখানে উপস্থিত উচ্চপদস্থ এক সামরিক কর্মকর্তা তাকে গুলি করেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাইকেল বাউয়ার এক টুইটে উল্লেখ করেন, এয়ারফিল্ড ব্যারাকে সকাল ৭টার কিছু আগে গোলাগুলিতে একজন সৈনিক নিহত ও আরেকজন সৈন্য আহত হন। অস্ট্রিয়ান সম্প্রচারমাধ্যম ওআরএফ জানিয়েছে, ভিয়েনা থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণের শহরে এই ঘটনা ঘটে। নিহত গার্ডের বয়স ২০ বছর এবং তিনি লোয়ার অস্ট্রিয়া প্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন।

বাংলাদেশে এক বছরে ১৫৪ সংখ্যালঘুকে হত্যা, ধর্ষণের শিকার ৩৯

ঢাকা ঃ ২০২২ সালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১৫৪ জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং ৩৯জন নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এক সংবাদ সম্মেলনে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার এসব তথ্য তুলে ধরে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। বৃহস্পতিবার রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনটির মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গত এক বছরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তত ৮৯ হাজার ৯৯০ একর জমি দখল করা হয়েছে। বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে ৫৭২টি পরিবারকে, দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে ৪৪৫টি পরিবারকে। এছাড়া সারা বছরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মোট ২২০ কোটি ৮৯ লাখ টাকার সমপরিমাণ আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয়, গত বছরের জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য ও সারা দেশে থাকা তাদের কর্মীদের দেওয়া তথ্য সংগ্রহের পর সেসব যাচাই-বাছাই করে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে বলে জানান গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক। লিখিত বক্তব্যে গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক বলেন, গত এক বছরে দেশের হিন্দুসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১৫৪ জনকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে ৮৪৯ জনকে, হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে ৪২৪ জনকে এবং আহত করা হয়েছে ৩৬০ জনকে, নিখোঁজ রয়েছেন ৬২ জন, চাঁদাবাজি হয়েছে ২৭ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা। এ সময়ে সংখ্যালঘুদের মোট ২২০ কোটি ৮৯ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ সময় পরিবার ও মন্দির লুট হয়েছে ৩১৯টি, বসতবাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটেছে ৮৯১টি, অগ্নিসংযোগ হয়েছে ৫১৯টি এবং ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর হয়েছে ১৭৩টি। ঘরবাড়ি দখল হয়েছে ৫৭টি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ৫০টি এবং মন্দিরের ভূমি দখল হয়েছে ৫১টি। দখলের তৎপরতা ৯৮৪ একর ১২ শতাংশ। বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে ৫৭২টি পরিবারকে। উচ্ছেদের চেষ্টা করা হয়েছে ৩ হাজার৬৯৪টি পরিবারকে এবং উচ্ছেদের হুমকি দেওয়া হয়েছে ৩৫ হাজার ৮১৮টি পরিবারকে। দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে ৪৪৫টি পরিবারকে, উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশত্যাগের হুমকির মুখে ১৫ হাজার ১১৫টি পরিবার এবং নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে ১ লাখ ৯৫ হাজার ৯৯১টি পরিবার। সংঘবদ্ধ হামলা ৯৫৩টি। মন্দিরে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে ১২৮টি, প্রতিমা ভাঙচুর ৪৮১টি, প্রতিমা চুরি ৭২টি। অপহরণ করা হয়েছে ১২৭ জনকে এবং অপহরণের চেষ্টা করা হয়েছে ২৭ জনকে। হিন্দু মহাজোটের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৩৯ জন নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ২৭ জন। ধর্ষণের পর ১৪ জনকে হত্যা করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে। তাতে বলা হয়েছে, ৫৫ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে, ১৫২ জনকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। ধর্মান্তরের চেষ্টা করা হয়েছে ৪০ জনকে। সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের ঘটনা ঘটেছে ১২৭টি। মিথ্যা মামলায় আসামি গ্রেপ্তার, বরখাস্ত, চাকরিচ্যুত করা এবং জেল-জরিমানার শিকার হয়েছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৭৯১ জন। ১ হাজার ৬৫৭টি পরিবারকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 'অপবিত্রকরণের' ঘটনা ঘটেছে ১৭৯টি এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে বাধা দেওয়ার ঘটনা ১২৯টি। 'ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ' গরুর মাংস খাইয়ে ৩৩৩ জনকে 'অপবিত্রকরণসহ' একটি পরিবারের ওপর গোমাংস নিক্ষেপও করা হয়েছে। তিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক সাংবাদিকদের বলেন, ''বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায় কখনোই স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করেনি।'' এ সময় বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের পক্ষ থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সহিংসতা ও নির্যাতন নিরোধকল্পে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করতে জাতীয় সংসদে ৬০টি সংরক্ষিত আসন ও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, সংখ্যালঘুবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা এবং একটি উপরাষ্ট্রপতি ও উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত রাখার দাবি জানানো হয়।

সম্পাদকীয়

তাইওয়ান প্রণালীতে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ, ক্ষুব্ধ চীন

বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের একটি যুদ্ধজাহাজ স্পর্শকাতর তাইওয়ান প্রণালীর মধ্য দিয়ে যাত্রা করে। মার্কিন সামরিক বাহিনী বিষয়টিকে রুটিন কার্যক্রমের অংশ বলে অভিহিত করলেও এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়েছে চীন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, মার্কিন যুদ্ধজাহাজ এবং সময়ে সময়ে তার মিত্র ব্রিটেন এবং ক্যানাডার যুদ্ধজাহাজ এই প্রণালীর মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছে, যা চীনের ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এক বিবৃতিতে মার্কিন সামরিক বাহিনী বলেছে, আরলেই বার্ক শ্রেণির গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার চুংহুন তাইওয়ান প্রণালীর মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছে। তাইওয়ান প্রণালী দিয়ে চুংহুন যুদ্ধজাহাজের ট্রানজিট মুক্ত ও অবাধ ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

প্রতিশ্রুতিকেই তুলে ধরে, বিবৃতিতে বলা হয়। তবে প্রতিক্রিয়া জানাতে দেরি করেনি চীন। ওয়াশিংটনে চীনের দূতাবাসের মুখপাত্র লিউ পেংইউ এক বিবৃতিতে দৃঢ়ভাবে এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে সমস্যা উস্কে দেয়া, উত্তেজনা বৃদ্ধি করা ও তাইওয়ান প্রণালী জুড়ে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট করার মত কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধজাহাজগুলো চলাচলের স্বাধীনতা ভোগের নামে প্রায়ই শক্তি প্রদর্শন করে। এটা এই অঞ্চলকে মুক্ত ও অবাধ রাখার কোন বিষয়ে নয়। চীন সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করবে এবং সব ধরনের হুমকি ও উস্কানির বিরুদ্ধে জবাব দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। একই সাথে নিজ সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা দৃঢ়ভাবে রক্ষা করবে চীন, বিবৃতিতে বলা হয়েছে। এদিকে চাইনিজ পিপলস লিবারেশন আর্মির ইস্টার্ন থিয়েটার কমান্ডের একজন মুখপাত্র বলেছেন, মার্কিন যুদ্ধজাহাজের চলাচল পর্যবেক্ষণ ও পাহারা দেওয়ার জন্য তারা সৈন্যদের নিয়োজিত করে এবং সবকিছুই নিয়ন্ত্রণে ছিল। তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মার্কিন যুদ্ধজাহাজটি প্রণালী দিয়ে উত্তর দিকে যাত্রা করে। তাইওয়ানের বাহিনী জাহাজটির চলাচল পর্যবেক্ষণ করেছে, যা নিতান্তই সাধারণ একটি ঘটনা ছাড়া ভিন্ন কিছু না। উল্লেখ্য, ১৯৪৯ সালে প্রজাতন্ত্রী চীন সরকার কমিউনিস্টদের সাথে গৃহযুদ্ধে হেরে তাইওয়ানে পালিয়ে যাওয়ার পর গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠা হয়। তখন থেকেই তাইওয়ান প্রণালী সামরিক উত্তেজনার একটি বিষয় হয়ে উঠে। তাইওয়ানের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই, তবে দ্বীপটিকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করার জন্য আইনত বাধ্য। চীন তাইওয়ানকে মুল ভূখণ্ডের অংশ হিসেবে দাবী করে আসছে। নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে চীন কখনোই শক্তি প্রযোগের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়নি। তবে আক্রমণ করা হলে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তাইওয়ান প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাইওয়ান বলেছে, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন কখনো দ্বীপটি শাসন করেনি, তাদের দাবী তাই ভিত্তিহীন।

এবার আরো উন্নত সামরিক সরঞ্জাম পাচ্ছে ইউক্রেন

অতীতের দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে ফ্রান্স, জার্মানি ও অ্যামেরিকা ইউক্রেনকে উন্নত সাঁজোয়া গাড়ি পাঠাচ্ছে। রাশিয়া এমন সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছে। ইউক্রেন ব্যাটেল ট্যাংকও চাইছে।

গত বছর রাশিয়ার হামলা শুরুর পর থেকে পশ্চিমা বিশ্ব ইউক্রেনকে ধাপে ধাপে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করে

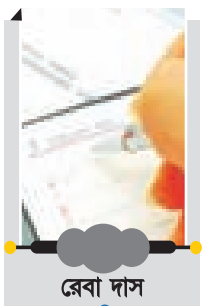

রেবা দাস
প্রাবন্ধিক

চলেছে। রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি সংঘাত এড়াতে ন্যাটো দেশগুলি প্রথমে কিছু অস্ত্রের ক্ষেত্রে দ্বিধা দেখালেও পরে সংশয় ঝেড়ে ফেলে সেই অস্ত্রও পাঠিয়ে আসছে। বিশেষ করে সে দেশে বেসামরিক স্থাপনা ও সাধারণ মানুষের উপর রাশিয়ার লাগাতার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা ওয়াশিংটন ও ব্রাসেলসের সংযম কমিয়ে দিচ্ছে। সেই প্রবণতার অংশ হিসেবে এবার ইউক্রেনের ডাকে সাড়া দিয়ে ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি আরও উন্নত সাঁজোয়া গাড়ি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ সবার আগে ইউক্রেনকে 'এএমএক্স১০ আর সি' নামের বিশেষ ধরনের 'লাইট ট্যাংক' দেবার সিদ্ধান্ত নেন। এর ঠিক পরে ওয়াশিংটন ও বার্লিনও দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে কিছু সাঁজোয়া গাড়ি পাঠানোর ঘোষণা করলো। বৃহস্পতিবার জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন টেলিফোনে কথা বলে সেই মর্মে এক যৌথ বিবৃতি দেন।

জার্মানি ইউক্রেনকে মার্ডার ইনফ্যান্ট্রি ফাইটিং ভেহিকেল নামের সাঁজোয়া গাড়ি দেবে বলে জানিয়েছে। তবে যানের সংখ্যা ও হস্তান্তরের সময় নিয়ে বিস্তারিত জানা যায় নি। এখনো পর্যন্ত শুধু পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির কাছে থাকা সোভিয়েত আমলের এমন সাঁজোয়া গাড়ি ইউক্রেনকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এই প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্বে তৈরি এই ধরনের সাঁজোয়া গাড়ি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলো প্যারিস, বার্লিন ও ওয়াশিংটন। ইউক্রেনের জন্য প্রায় ২৮০ কোটি ডলার মূল্যের সামরিক সরঞ্জামের আওতায় অ্যামেরিকা ৫০টি তথাকথিত 'ব্র্যাডলি ট্যাংক' পাঠাচ্ছে। জার্মানির ভাইস চ্যান্সেলর রোব্যার্ট হাবেক বলেন, যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি অনুযায়ী অস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদোমির জেলেনস্কি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে সাঁজোয়া গাড়ি পাবার বিষয়ে সরাসরি মন্তব্য না করলেও জার্মান চ্যান্সেলর শলৎসের কাছে পেট্রিয়ট এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম পাঠানোর ঘোষণার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এক টুইট বার্তায় তিনি আগেই হাতে পাওয়া আইরিস টি সিস্টেম ও গেপার্ড বিমান বিধ্বংসী ট্যাংকের জন্য জার্মানির প্রশংসা করেন। তবে ইউক্রেনের অনুরোধ মেনে জার্মানি এখনো 'লেপার্ড ২' ব্যাটেল ট্যাংক না পাঠানোর বিষয়ে জেলেনস্কি কোনো মন্তব্য করেন নি। অ্যামেরিকাও আপাতত 'অ্যাব্রামস' ব্যাটেল ট্যাংক পাঠাচ্ছে না। তা সত্ত্বেও জেলেনস্কি মাক্রোঁ ও বাইডেনের কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

এমন ঘোষণার পর ওয়াশিংটনে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আনাতোলি আন্তোনভ এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেন। তার মতে, অ্যামেরিকার সাম্প্রতিক আচরণ দেখিয়ে দিচ্ছে যে সে দেশ ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করতে একেবারেই আগ্রহী নয়। রুশ রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, কিয়েভকে শুধু রক্ষণাত্মক সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করা হচ্ছে বলে পশ্চিমা বিশ্ব যে দাবি করে আসছে, সেটাও মেনে নেওয়া যাচ্ছে না।

ভারতে খুলতে পারে বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্যাম্পাস

অদূর ভবিষ্যতে ভারতে তাদের ক্যাম্পাস খুলতে পারে অক্সফোর্ড, স্ট্যানফোর্ড, ইয়েলের মতো বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। ভারতে উচ্চশিক্ষার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস কমিশন বা ইউজিসি। তারা প্রস্তাব দিয়েছে, বিদেশি নামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ভারতে ক্যাম্পাস খোলার অনুমতি দেয়া হোক। তাদের চূড়ান্ত খসড়া শীঘ্রই সংসদে পেশ করা হবে। সেই বিল পাস হওয়ার পর বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভারতে প্রবেশের পথে আর কোনো বাধা থাকবে না। মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানাচ্ছে, খুব দ্রুত যাতে বিল পাস যাতে হয়, তার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সরাসরি ভারতে ক্যাম্পাস খুলতে পারে না। সেই বাধা দূর করতে চাইছে ইউজিসি। তাদের খসড়ায় বলা হয়েছে, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভারতে তাদের ক্যাম্পাস খুলতে পারবে, অধ্যাপক নিয়োগ করতে পারবে, ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করাতে পারবে, পড়াতে পারবে এবং তাদের কোর্স শেষ হওয়ার পর সার্টিফিকেট দিতে পারবে। তারা হবে স্বশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়ার জন্য মেধাবী পড়ুয়ারা এখন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্সসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যান। সেই সুযোগ তারা ভারতেই পেয়ে যাবেন। এর ফলে শুধু ভারতের পড়ুয়ারা নন, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ছাত্রছাত্রীরা লাভবান হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আগেই জানানো হয়েছে, তারা চায়, ভারতে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্বমানের শিক্ষা পাক। বিদেশে গিয়ে এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হয়, তার থেকে অনেক কম টাকায় তারা বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবে। আর ভারত শিক্ষাক্ষেত্রে একটা আকর্ষক দেশ হিসাবে পরিচিত হবে। সেটা হলে, বিশ্বের অন্য দেশ থেকে পড়ুয়ারা এখানে পড়তে আসবে। এমন নয় যে, ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে পাস করে পড়ুয়ারা ভালো চাকরি পান না বা বিশ্বের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সফল হতে পারেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাগত মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। বাজারের চাহিদা অনুসারে তারা কোর্স তৈরি করে না, এমন সমালোচনাও আছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোও বিশ্বমানের নয়। এই অবস্থায় নামী বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভারতে ক্যাম্পাস করলে সেই সব খামতি দূর হবে। সেই সঙ্গে বিশ্বমানের শিক্ষাও পেতে পারবে ছাত্রছাত্রীরা। এখন বিশেষ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সাধারণত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে চুক্তি করে এবং সেখানে তাদের ছাত্রছাত্রীদের একটা সেমিস্টার পড়ার জন্য পাঠায়।

অধ্যাপিকা উত্তরা রায় বলেছেন, ''বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি ভারতে ক্যাম্পাস খোলে তাহলে নিঃসন্দেহে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবেন। তাদের মান, তাদের পড়ানোর পদ্ধতি, তাদের বিষয় নির্বাচন সবই আধুনিক।'' উত্তরা মনে করেন, ''এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্য বেশি টাকা লাগবে ঠিকই। কিন্তু এখন ব্যাংক থেকে শিক্ষাঋণ পাওয়া যায়। তাছাড়া অক্সফোর্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয় যদি আসে, তাহলে সেখানে পড়ার জন্য টাকা অনেক পড়ুয়াই জোগাড় করে নেবে।'' অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দেবাশিস ভৌমিকের মতে, ''কোনো সন্দেহ নেই, বিশ্বের সেরা বিশিববিদ্যালয় এলে পড়ুয়াদের সামনে একটা নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। দেশে থেকে তারা এই সুযোগ নিতে পারবে। তবে এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য কত টাকা দিতে হবে, সেটা নিঃসন্দেহে একটা বড় বিষয়। তাছাড়া সরকার যেন এদের কোনো করছাড় না দেয়, সেটাও দেখতে হবে।''

শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা

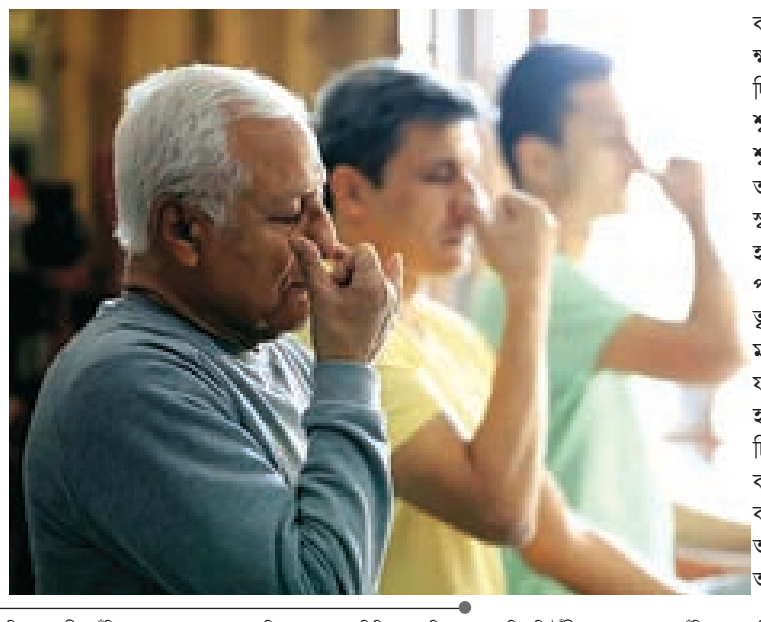

করোনার নতুন ধরন নিয়ে বাড়ছে শঙ্কা। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়ে চিকিৎসকরা ইতোমধ্যেই পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। তবে প্রায় সবাই জানে, করোনার ক্ষেত্রে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম জরুরি। শুধু করোনাই নয়, শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়ামের রয়েছে বেশ কিছু উপকারী দিক। আপনার হৃদপিণ্ড সুস্থ থাকলে দেহে রক্ত চলাচলও স্বাভাবিক থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়ামের মাধ্যমে হৃদপিণ্ডের সক্ষমতা বাড়ে। ফলে আপনি যেমন কঠোর পরিশ্রম করতে পারেন তেমনি শরীরে অক্সিজেন প্রবাহও ত্বরান্বিত হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়ামের মাধ্যমে রক্তচাপের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা যায়। শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়ামের ফলে শরীরে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তাই রক্তচাপ সামঞ্জস্য রাখতে পারে। অনেক চিকিৎসকই বলেন, ঘুমনোর আগে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম করলে রাতে ঘুম ভালো হয়। মূলত শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়ামের ফলে আপনি ক্লান্ত হন এবং তাড়াতাড়ি ঘুম আসে। এই ব্যায়ামের চর্চা করলে শরীরের সক্ষমতার আন্দাজও পাওয়া যায়।

সাময়িকী

প্রবীণদের শুধু শরীর নয়, খোঁজ নিন মনেরও

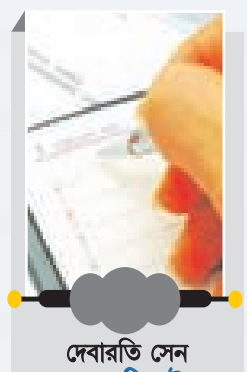

দেবারতি সেন
কলামিস্ট

বার্ধক্য, বৃদ্ধাবস্থা, বৃদ্ধ বয়স বা জরা মানব জীবনের শেষ ধাপ। বার্ধক্যে পৌঁছোবার বয়স জনে জনে ভিন্ন হতে পারে। মানুষের জীবনের শৈশব, কৈশোর ও যৌবনকাল পার করে বার্ধক্য আসে। এ বয়সে বিভিন্ন শারীরিক জটিলতা দেখা যায়, যা সাধারণ দৃষ্টিতে বাইরে থেকে দেখলেই বোঝা যায়। তাই প্রবীণদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেয়ার হিড়িক পরে যায়। তবে এ বয়সের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পরে তাদের মানসিকতার ওপর। শারীরিক বিভিন্ন জটিলতার পাশাপাশি বিভিন্ন মানসিক জটিলতায়ও ভোগেন তারা।

আজম খান বয়স ৭০ এর কেটা পেরোলো গেলো বছর। একসময়ের নাম করা ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেরিয়েছেন এক সময়ে। এখানে ঘুরে বেড়াতে হয় বিভিন্ন দেশে, তবে তা চিকিৎসার জন্য। আজকাল তার জীবন যেন আটকে আছে বিশাল আকৃতির ঔষধের বাক্স আর খবরের কাগজের মধ্যে। ছেলেমেয়ে নাতি নাতনি সবাই দেশের বাইরে মাঝেমধ্যে দেশে আসেন আবার বাবাকেও নিয়ে যান দেশের বাইরে। অসুস্থ হলে ছেলেমেয়েরা হুমড়ি খেয়ে শরীরের খোঁজ নেন। কিন্তু বছর জুরে মনের খোঁজ নেন না কেউ। দিনের পর দিন যেন বিষণ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে আজম খানের। আজম খানের মতো এমন অনেকেই আছেন যারা অনেক ধনসম্পদের মালিক হয়েও বৃদ্ধ বয়সে একাকীত্বে ভুগছেন। আবার অনেকেই আছেন যাদের আর্থিক অবস্থার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক অবস্থাও নড়বড়ে। বৃদ্ধাশ্রমের চিত্র কেমন তা তো সবার জানাই আছে।

৬০ বৎসর বয়সের উর্ধ্বে ১৫ মানুষ কোনো না কোনো মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার কারণগুলোর মাঝে ৬.৬ মানসিক এবং স্নায়ুবিক কারণে হয়ে থাকে।

২০১৫৫০ সালের মধ্যে ৬০ বৎসর এর বেশি বয়সের মানুষের সংখ্যা হবে দ্বিগুণ (অর্থাৎ, বর্তমানে আছে ১২, তা বেড়ে হবে ২২)।

৬০ বৎসর বয়সের উর্ধ্বে ১৫ মানুষ কোনো না কোনো মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার কারণগুলোর মাঝে ৬.৬ মানসিক এবং স্নায়ুবিক কারণে হয়ে থাকে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সার্বিক কর্মক্ষমতা লোপ পেতে থাকে চুলে পাক ধরে, দাঁত পড়ে, ত্বকে ভাঁজ পড়ে, হাড় ক্ষয় হতে থাকে, প্রজনন ক্ষমতা থাকে না বা কমতে থাকে। কর্মজীবন থেকে অবসরে যায়। সন্তানরা বড় হয়, তাদের নিজস্ব জগৎ তৈরি হয়, অনেক সময় জীবিকা অর্জনের জন্য দূরে চলে যায় বা কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ে ইত্যাদি নানাবিধ কারণে বৃদ্ধ হলে আত্মবিশ্বাস কমে যায়, একাকীত্বের অনুভূতি শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা তৈরি করে।

মধ্যবয়স থেকেই মানুষ জীবনের হিসাব নিকাশের খাতা খুলে বসে কি পেলাম, কি পেলাম না এসব ভেবে ভেবে অস্থির থাকে, মানসিক চাপ তৈরি হয়।

বয়স হলে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, বিভিন্ন প্রকার দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক রোগ যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ ও হাড়ক্ষয়রোগ ইত্যাদি দেখা দেয়। যেহেতু, মন আর শরীর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তাই একটি খারাপ থাকলে অন্যটিও খারাপ থাকে। যেমন হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মাঝে বিষণ্ণতার হার শারীরিকভাবে সুস্থ ব্যক্তিদের চেয়ে বেশি। আবার যাদের হৃদরোগ ও বিষণ্ণতা রোগ আছে তারা যদি বিষণ্ণতা রোগ এর চিকিৎসা না নেন, তাহলে তা হৃদরোগের পরিণতিকে খারাপের দিকে নিয়ে যাবে। দ্রুত নগরায়ন, ভৌগোলিক পরিবর্তন, শিল্পায়ন, সংস্কৃতিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব, যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার গঠন ইত্যাদি বৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। বার্ধক্যজনিত মানসিক রোগের মাঝে বিষণ্ণতা রোগ, উদ্বেগজনিত রোগ, ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ রোগ, দেরিতে শুরু হওয়া সিজোফ্রেনিয়া, বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার বা দ্বিপ্রান্তিক আবেগীয় রোগ, ঘুমের সমস্যা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পাঠকের চিঠি

শীতের সময়

শীতকাল বছরের পঞ্চম ঋতু। শীতকাল নিয়ে অনেকেরই আবেগ ও উচ্ছবাস একটু বেশিই। শীতকালে যেমন থাকে জমাটি পিকনিকের আসর অন্যদিকে শীতকালে বসে পিঠে পুলির আসর। অনেকে আবার শীতকালকে উপভোগ্য করে তোলে। শীতকাল যেমন সাহিত্যে ধরা দিয়েছে তেমনই ধরা দিয়েছে আমাদের মন ও মননে। এক প্রিয় বাংলা ব্যান্ডের সেই সুমধুর গীত বারান্দায় রোদ্দুর আমি আরাম কেদারায় বসে সেই গানটি আজও আমাদের মনের মাঝারে রয়ে গেছে। সত্যিই শীতের হিমেল পরশে মিস্টি রোদের ছোঁয়া এক যেন নস্টালজিক। শীতের দুপুরে বাড়ির বারান্দায় বা ছাদে চেয়ারে হেলান দিয়ে সেই রোদকে উপভোগ করা এ যেন ব্যতিক্রম কিছু না। কখনো কখনো সেই মিস্টি রোদে বসে বৈঠকি আড্ডায় মেতে ওঠি আমরা অনেকেই।শীতকালে কুয়াশার চাদর সরিয়ে সূয্যি মামাকে ফিরে ফিরে দেখা এ যেন বয়ে চলে সমান্তরাল ভাবে। আজ বিজ্ঞানের দৌলতে এসে আমাদের জীবনকে সুখকর করে তোলায় জন্যে বিজ্ঞান উপহার দিয়েছে অনেক কিছুই। শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে বিজ্ঞান নিয়ে এসেছে রুম হিটার। কিন্তু তার পরেও সেই রোদের মিস্টি ছোঁয়া আমরা ভুলতে পারবো না। তাই শীতে সেই মিস্টি রোদকে উপভোগ করতে সকলেরই মন ব্যাকুল হয়ে উঠে।

শংকর সাহা, দক্ষিণ দিনাজপুর

জানা অজানা

টার্কি নয়, টুর্কিয়ে, মানলো অ্যামেরিকা

এর্দোয়ানের দেশের নাম পরিবর্তন অবশেষে মানলো যুক্তরাষ্ট্র। তারাও এবার টুর্কিয়ে নামটাই ব্যবহার করবে।

মার্কিন কুটনীতিকেরা এবং সরকার এবার থেকে এর্দোয়ানের দেশকে টুর্কিয়ে বলেই সম্বোধন করবেন। অবশেষে তুরস্কের অনুরোধ মানলেন তারা। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে, ন্যাটোর এই সদস্য দেশকে তারা টুর্কিয়ে বলেই ডাকবে।

এর্দোয়ান কয়েক মাস আগেই সব দেশকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তারা যেন তুরস্ককে টার্কি না বলে, টুর্কিয়ে বলে। টার্কি হলো উত্তর অ্যামেরিকার একটি পাখির নাম। তাই তারা নামে বদল এনেছেন। জানুয়ারিতে টুর্কিয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যামেরিকা সফর করবেন। তার আগে নামপরিবর্তন মেনে নিলো বাইডেনের দেশ। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নেড প্রাইস জানিয়েছেন, টুর্কিয়ের দূতাবাস থেকে আগেই এই পরিবর্তন মেনে নেয়ার অনুরোধ করেছিল। তাদের সেই অনুরোধ মেনে নেয়া হয়েছে। এবার তাদের প্রস্তাবিত বানানই অনুসরণ করা হবে। চলতি মাসের শেষে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং ফিনল্যান্ড ও সুইডেনকে ন্যাটোর সদস্য করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য টুর্কিয়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছেন। তার আগেই নামবদল মেনে নেয়া হয়েছে। এর আগে জাতিসংঘ, ন্যাটো, ক্যানাডা, ভারত, নিউজিল্যান্ড নামপরিবর্তন মেনে নিয়েছে। এবার মানলো অ্যামেরিকা। ফলে টার্কি নামক পাখির নাম থেকে আলাদা হয়ে তুরস্ক হলো টুর্কিয়ে।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

প্রিন্স উইলিয়াম 'আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছেন' বললেন প্রিন্স হ্যারি

লন্ডন ঃ প্রিন্স হ্যারি দাবি করেছেন তার ভাই প্রিন্স উইলিয়াম তাকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করেছেন। রাজা চার্লস ও প্রিন্সেস ডায়ানার ছোট ছেলে প্রিন্স হ্যারি তার আত্মকথা 'স্পেয়ার'এ একথা লিখেছেন বলে জানাচ্ছে ব্রিটেনের পত্রিকা দ্যা গার্ডিয়ান। পত্রিকাটি বলছে তারা বইটির একটি অগ্রিম কপি হাতে পেয়েছে।

সংবাদপত্রে বলা হয়েছে বইয়ে হ্যারির স্ত্রী মেগানকে নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়ার জেরে এই ঘটনা ঘটে।

ও আমার জামার কলার চেপে ধরে, আমার গলার নেকলেস ছিঁড়ে ফেলে, এবং আমাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়, প্রিন্স হ্যারিকে উদ্ধৃত করে লিখেছে দ্যা গার্ডিয়ান।

প্রিন্স উইলিয়ামের সরকারি বাসভবন কেনসিংটন প্রাসাদ, এবং বাকিংহাম প্রাসাদ দু'জায়গা থেকেই বলা হয়েছে তারা এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করবে না।

কেনসিংটন প্রাসাদ প্রিন্স উইলিয়ামের মুখপাত্র এবং রাজা চার্লসের মুখপাত্র বাকিংহাম প্রাসাদ মনে হয় এই নীতি গ্রহণ করেছে যে, কোন বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে কোন প্রতিক্রিয়া না দিলে তা নিয়ে উত্তেজনা দ্রুত থিতিয়ে যায়।

ইতোমধ্যে ব্রিটেনের বেসরকারি টিভি চ্যানেল আইটিভিকে দেয়া প্রিন্স হ্যারির একটি সাক্ষাৎকার প্রচারের আগে তার আগাম একটি ক্লিপে তাকে বলতে শোনা গেছে, মে মাসে রাজা চার্লসের অভিষেকে তিনি যোগ দেবেন কিনা সে বিষয়ে তিনি এখনই কথা দিতে পারছেন না। তিনি বলেন, এখন এবং মে মাসের মধ্যে অনেক কিছুই ঘটতে পারে এবং বিষয়টা রাজ পরিবারের ওপর নির্ভর করছে।

ডিউক অফ সাসেক্স, প্রিন্স হ্যারির আত্মকথা প্রকাশিত হবে আগামী মঙ্গলবার। কিন্তু গার্ডিয়ান বলছে তাদের ভাষায় বই প্রকাশের আগে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যেই তারা বইটির একটি আগাম কপি সংগ্রহ করেছে।

তবে বিবিসি নিউজ এখনও 'স্পেয়ার'এর কপি হাত

পায়নি।

গার্ডিয়ান বলছে, বইটিতে বলা হয়েছে ২০১৯ সালে প্রিন্স উইলিয়াম তার বাসায় প্রিন্স হ্যারির কাছে একটি মন্তব্য করলে এই বিতণ্ডার সূত্রপাত হয়।

পত্রিকা লিখছে, বইয়ে প্রিন্স হ্যারি লিখেছেন যে তার ভাই মেগান মার্কেলের সঙ্গে তার বিয়ের সমালোচনা করেন এবং প্রিন্স হ্যারি মেগান মার্কেলকে জটিল, অভদ্র এবং রুক্ষ বলে বর্ণনা করেন।

বলা হচ্ছে ডিউক অফ সাসেক্স লিখেছেন দুভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়লে তার বড় ভাই প্রাসাদের প্রচার বিভাগের কথাগুলোই তোতা পাখির বুলির মত আওড়ান।

প্রিন্স হ্যারিকে উদ্ধৃত করে পত্রিকা জানাচ্ছে ওই দিনের ঘটনায় এরপর যা যা ঘটেছিল, যার মধ্যে ছিল শারীরিকভাবে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা।

ও জলের গ্লাসটা রাখল, তারপর আমাকে আরেকটা গালি দিল, তারপর আমার দিকে এগিয়ে এল। সবকিছু খুব দ্রুত ঘটে গেল। অতি দ্রুত।

ও আমার জামার কলার চেপে ধরল, আমার গলার হারটা ছিঁড়ে ফেলল, তারপর আমাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। কুকুরের খাবারের জন্য মেঝেতে যে বাটি রাখা ছিল, আমি তার ওপর পড়ে গেলাম। বাটিটা আমার শরীরের নিচে ভেঙে গেল। ভাঙা টুকরোগুলো আমার শরীরে ফুটছিল। এক মুহূর্তের জন্য আমি সেখানে পড়ে রইলাম। আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। এরপর আমি উঠে দাঁড়ালাম। ওকে বললাম দূর হও।

এই ঘটনা পরিবারের মধ্যে কলহের একটা নিরানন্দ চিত্র তুলে ধরেছে। যে কলহ ব্রিটিশ রাজ পরিবারের একেবারে কেন্দ্রে এবং যেখানে আপোষের কোন ইঙ্গিত নেই।

পত্রিকায় এই কাহিনিটি লিখেছেন আমেরিকায় গার্ডিয়ান পত্রিকার ওয়েবসাইটের সাংবাদিক মার্টিন পেনগিলি। তিনি বলছেন তিনি প্রিন্স উইলিয়ামের যোগাযোগ দপ্তরের সাথে এনিয়ে কথা বলেননি।

সংবাদদাতা বলেছেন তার নিবন্ধটি হ্যারির বই নিয়ে প্রতিবেদন, যে বইটি হ্যারি লিখেছেন যে বইয়ের বক্তব্য হ্যারির দেয়া ঘটনার বিবরণ।

মি. পেনগিলি বিবিসির রেডিও ফাইভ লাইভ অনুষ্ঠানে বলেন এ ঘটনার খবর রিপোর্ট করতে গিয়ে আমরা খুবই সাবধানতার সাথে এটাকে লড়াই বলিনি, কারণে হ্যারি বলেছেন তিনি শারীরিকভাবে কোন সংঘাতে যাননি।

প্রিন্স হ্যারি তার বইয়ে লিখেছেন যে তার ভাই তাকে বলেছিলেন - তুমিও আমাকে পাল্টা আঘাত করো, কিন্তু তিনি তা করতে অস্বীকার করেন - লিখেছে গার্ডিয়ান পত্রিকা এবং হ্যারিকে উদ্ধৃত করে লিখেছে, প্রিন্স উইলিয়ামকে পরে অনুতপ্ত দেখায় এবং তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

বিভিন্ন ছবিতে দেখা গেছে প্রিন্স হ্যারি সবসময় গাঢ় রংএর একটি মালা গলায় পরতেন, যা দেখা গেছে ইনভিক্টাস গেমসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় এবং এমনকী ২০১৯এর সেপ্টেম্বরে তিনি যখন মেগানকে নিয়ে বিদেশ সফর করেন তখনও তার গলায় এই হার ছিল।

প্রিন্স হ্যারির বইয়ের প্রকাশক পেঙ্গুইন র‍্যানডম হাউস এখনও নিশ্চিত করেনি যে ফাঁস হওয়া এই বিবরণ হ্যারির আত্মকথা 'স্পেয়ারের' প্রকৃত অংশবিশেষ কিনা। তবে প্রিন্স হ্যারি তার ভাইয়ের সাথে তার কঠিন সম্পর্ক নিয়ে সম্প্রতি কথাবার্তা বলেছেন।

হ্যারি এবং মেগান দম্পতিকে নিয়ে নেটফ্লিক্সের তথ্য চিত্রে প্রিন্স হ্যারি তার ভাই এবং তার বাবা, বর্তমান রাজার সাথে তার সাক্ষাতের বর্ণনাও দিয়েছেন।

তাদের মধ্যে ওই বৈঠক হয়েছিল ২০২০এর গোড়ায় যে বৈঠকে ছিলেন প্রয়াত রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথও। প্রিন্স হ্যারি সেটাকে বুক দুরদুর করা বৈঠক বলে বর্ণনা করেন।

আমার ভাই আমার ওপর প্রচণ্ড চিৎকারচেঁচামেচি করছিল, এবং বাবা এমন সব কথা বলছিলেন যেগুলো আদৌ সত্যি নয় আর আমার দাদী সেখানে চুপ করে বসেছিলেন এবং মনে হচ্ছিল তিনি সব গলাধঃকরণ করছেন, তিনি বলেন।

গার্ডিয়ান বলছে, এপ্রিল ২০২০এ দাদা প্রিন্স ফিলিপের শেষকৃত্যানুষ্ঠানের পর সেসময় প্রিন্স অফ ওয়েলস, তার পিতা চার্লস ও ভাই প্রিন্স উইলিয়ামের সাথে বৈঠকের বিস্তারিত জানান প্রিন্স হ্যারি।

প্রিন্স হ্যারির আত্মকথা স্পেয়ার প্রকাশের আগে আইটিভি টিভি চ্যানেলে দেয়া প্রিন্স হ্যারির একটি পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকার প্রচারিত হবে ৮ই জানুয়ারি।

এই সাক্ষাৎকারে প্রিন্স হ্যারি বলেছেন আমি আমার বাবাকে আগের মত ফিরে পেতে চাই, আমি আমার ভাইকেও ফিরে পেতে চাই।

কিন্তু আইটিভির সাংবাদিক টম ব্রেডিকে প্রিন্স হ্যারি বলেন কিন্তু আপোষের কোনরকম লক্ষণই তারা দেখাচ্ছেন না, তবে এ প্রসঙ্গে কার কথা হ্যারি বলেছেন তা স্পষ্ট নয়।

বাকিংহাম প্রাসাদ এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেনি।

পরবর্তী বিধানসভা অধিবেশনে গুয়াহাটি মহানগরে সিসিটিভি সংস্থাপন সংক্রান্ত নতুন বিল আনবে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গুয়াহাটি মহানগরে অপরাধমূলক ঘটনার ক্ষেত্রে নজরদারির জন্য ব্যাপকভাবে সিসিটিভি সংস্থাপনের পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার । তবে এক্ষেত্রে সরকার নিজস্বভাবে সিসিটিভি সংস্থাপন করার পাশাপাশি মহানগরের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সিসিটিভি সংযোজন করাতে বাধ্য করানো হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা । তিনি জানান, পরবর্তী বিধানসভা অধিবেশনে এই সংক্রান্ত একটি বিল আনবে সরকার । এর ফলে গুয়াহাটি মহানগরে সরকার এবং বেসরকারি মিলিয়ে সিসিটিভির সংখ্যা হবে প্রায় এক লক্ষাধিক ।

সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ডিসেম্বর মাসে মহানগরে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল । এক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং চিন্তিত ছিলেন বলে উল্লেখ করে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন অবশেষে নিজেদের সফলতার মাধ্যমে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে অসম পুলিশ । তবে গুয়াহাটিকে অপরাধমুক্ত হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মহানগরে ব্যাপকভাবে সিসিটিভি সংস্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি ।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, এক্ষেত্রে সরকার নিজস্বভাবে দুই হাজার কিংবা তিন হাজার সিসিটিভি সংস্থাপন করবে । তবে এক্ষেত্রে মহানগরবাসীর ও ভূমিকা থাকবে । বিশেষ করে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গুলোকে এক্ষেত্রে জড়িত করা হবে । যেকোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পাঁচজনের অধিক কর্মচারী থাকলেই সেখানে সিসিটিভি সংস্থাপন বাধ্যতামূলক হবে । পাঁচজন কর্মচারী থাকা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ আর্থিকভাবে কিছুটা হলেও উন্নত । তবে সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী এক দুটি হলেও রাস্তার দিকে মুখ থাকা সিসিটিভি সংস্থাপন করতে হবে । তাছাড়া তিন মাসের স্টোরেজ থাকা কি ধরনের সিসিটিভি সংস্থাপন করতে হবে সেটাও নির্দেশ দিবে সরকার । এমনকি পাঁচজনের উপর কর্মচারীর সংখ্যা থাকলে সরকারি কার্যালয় গুলোতেও বিভাগীয় নিজেদের খরচে সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সিসিটিভি সংস্থাপন করতে হবে বলে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শর্মা ।

উদাহরণ হিসেবে হায়দ্রাবাদ মহানগরের কথা উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, হায়দ্রাবাদ মহানগরে সাড়ে চার লক্ষ সিসিটিভি সংস্থাপন করা হয়েছে । এক্ষেত্রে সরকারের তরফে মাত্র চার হাজার সিসিটিভি সংস্থাপন করা হলেও হায়দ্রাবাদের সাধারণ মানুষ বাকিটা সংস্থাপন করেছেন । এভাবে অপরাধের মোকাবিলা ক্ষেত্রে সরকার এবং সাধারণ মানুষ একসঙ্গে পদক্ষেপ নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিধানসভায় সিসিটিভি সংক্রান্তে যে বিল আনতে চলেছে সরকার সেটা নিয়ে বর্তমান আলোচনা অব্যাহত রয়েছে । ফলে এই আইনে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । সাধারণ মানুষের বাড়িতে সিসিটিভি সংস্থাপনের জন্য সরকার কোন ধরনের নির্দেশ না দিলেও বহুতল ফ্ল্যাট কিংবা বহুতল থাকা বাড়ি অথবা বিল্ডিং এ সিসিটিভি সংস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা থাকবে কিনা সে ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকার । অন্যদিকে মহানগরে থাকা ইন্ট্রিগেটেড ট্রাফিক লাইট ব্যবস্থার মাধ্যমে নানাভাবে অপরাধ মূলক ঘটনা প্রতিরোধ সম্ভব হয়ে উঠেছে । এই ব্যবস্থায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে যে কোন বাহন সারা মহানগর জুড়ে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়ে ওঠে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

প্রতীক হাজেলাকে বাঁচাতে প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জন গগৈ মুখ্যমন্ত্রীর তৈলমর্দন করছেন বলে অভিযোগ অসাম পাবলিক ওয়ার্কসের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অসমের এনআরসি প্রক্রিয়ার প্রাক্তন রাজ্য সমন্বয়ক প্রতীক হাজেলার কথা উল্লেখ করে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন মুখ্য বিচারপতি রঞ্জন গগৈর বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছে আসাম পাবলিক ওয়ার্কস । একমাত্র হাজালাকে বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রীর তৈলমর্দন করছেন রঞ্জন গগৈ । এই গুরুত্বের অভিযোগ উত্থাপন করে প্রতীক হাজলের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন এপিডব্লিউ এর সভাপতি অভিজিৎ শর্মা ।

শুক্রবার মহানগরে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে আসাম পাবলিক ওয়ার্কসের সভাপতি অভিজিৎ শর্মা বলেন, অসমে বর্তমান তৈলমর্দনের রাজনীতি চলছে । এরই অংশ হিসেবে সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন মুখ্য বিচারপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রঞ্জন গগৈকে মুখ্যমন্ত্রীর তৈলমর্দনে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে । তবে প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জন গগৈর তৈলমর্দানের মুখ্য উদ্দেশ্য হল এনআরসির দুর্নীতিতে জড়িত প্রতীক হাজেলাকে সেফগার্ড করা । এটা রঞ্জন গগৈর এক কৌশল বলে উল্লেখ করেছেন এপিডব্লিউর সভাপতি অভিজিৎ শর্মা।

এদিকে এনআরসি সংক্রান্ত বিষয়ে সবিস্তার তদন্ত করার দাবি জানিয়েছেন অভিজিৎ শর্মা । মূলত এনআরসি উন্নতিকরণ প্রক্রিয়ায় জড়িত প্রাক্তন সমন্বয়ক প্রতীক হাজেলার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি । তাছাড়া অতি শীঘ্র ই অসমে সঠিক এনআরসি প্রকাশের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অসম পাবলিক ওয়ার্কসের সভাপতি অভিজিৎ শর্মা ।

প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার রচিত মুখ্যমন্ত্রীর ডায়েরি প্রথম খন্ড শীর্ষক বইটি বৃহস্পতিবার অসম সচিবালয়ে আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন মুখ্য বিচারপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রঞ্জন গগৈ। বই উন্মোচন করার পর নিজের বক্তব্যে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাপক প্রশংসা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজনীতির পরিবর্তে আইন ক্ষেত্রে থাকলে তিনি আইনের দিকটির নেতৃত্ব করতে পারতেন বলে মন্তব্য করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্য বিচারপতি । তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়েছিলেন রঞ্জন গগৈ । ফলে তার এই মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসাকে সহজ ভাষায় না নিয়ে এটাকে তৈলমর্দন বলে আখ্যা দিয়েছেন আসাম পাবলিক ওয়ার্কস এর সভাপতি অভিজিৎ শর্মা ।

শেষবেলার রোমাঞ্চ মাটি করে দিল আলোকস্বল্পতা

করাচি (ওয়েবডেস্ক) ঃ কী রোমাঞ্চ! বহুদিন পর ক্রিকেট বিশ্ব দেখল অসাধারণ রোমাঞ্চ ছড়ানো এক টেস্ট। পঞ্চম দিনের একদম শেষবেলায় করাচি টেস্টের ভাগ্য দুলছিল পেণ্ডুলামের কাটায়। একবার পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়ে তো আরেকবার নিউজিল্যান্ডের দিকে। সব রোমাঞ্চে জল ঠেলে দিয়েছে আলোর স্বল্পতা। দিনের খেলা ৩ ওভার যখন বাকি ছিল, পাকিস্তানের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ১৫ রান, হাতে ছিল ১ উইকেট। এমন সময়ে আম্পায়ার দুই দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলে ম্যাচ ড্র ঘোষণা করেন। করাচি টেস্টের শেষ দিনের রোমাঞ্চ চূড়ায় পৌঁছায় যখন ম্যাচ শেষ হতে আর ৯ ওভার বাকি ছিল। সেই সময় হাতে ৩ উইকেট থাকা পাকিস্তানের জয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল ৩৮ রান। পাকিস্তান কি পারবে ইতিহাস গড়তেএমন প্রশ্ন তখন উড়ছিল চারদিকে। করাচি টেস্ট জিততে পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল ৩১৯ রান। এ রান টপকে নিউজিল্যান্ডকে হারাতে হলে রেকর্ড গড়তে হবে বাবর আজমের দলকে। পাকিস্তানের মাটিতে সবচেয়ে বেশি রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড। এর আগে পাকিস্তানের মাটিতে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ডটি ছিল ৩১৪ রানের। ১৯৯৪ সালে এ করাচিতেই ৩১৩ রান তাড়া করে অস্ট্রেলিয়াকে পাকিস্তান হারিয়েছিল ১ উইকেটে।

সরফরাজ আহমদের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে রেকর্ড গড়ে জয়ের স্বপ্নই দেখছিল পাকিস্তান। কিন্তু ম্যাচ শেষ হতে যখন ৮ ওভার বাকি, হাসান আলী এলবিডব্লু হয়ে ফিরলেন। এর ১০ বল পর পাকিস্তানের তখন প্রয়োজন ৩২ রান, উইকেটে সরফরাজের সঙ্গে নাসিম শাহ। এমন সময়েই কি না মাইকেল ব্রেসওয়েলের বলে লেগ স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন সরফরাজ। প্রশ্নটা তখন গেল ঘুরেপাকিস্তান কি পারবে করাচি টেস্ট বাঁচাতে?

করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের গ্যালারি থেকে গোটা ক্রিকেট বিশ্বে তখন শুধু রোমাঞ্চ আর রোমাঞ্চ। নাসিম কিংবা আবরার আহমেদ, যিনিই ব্যাটিং করছেন, উইকেটকিপারসহ চারদিকে ১০ জন ফিল্ডার ঘিরে রেখেছেন। এর মধ্যে একেকটা বল নাসিম কিংবা আবরার ঠেকাচ্ছেন, গ্যালারিতে হুল্লোড় উঠেছে।

এর মধ্যেই নাসিম ইনিংসের ৮৯তম ওভারে বল করতে আসেন ব্রেসওয়েল। নাসিমকে চৌদিক থেকে ঘিরে রেখেছেন ফিল্ডাররা। এ সুযোগটা নিয়ে সেই ওভারে একটি করে ছয় ও চার মেরে দিলেন নাসিম। এরপর হিসাবটা দাঁড়ায়পাকিস্তানকে জিততে হলে করতে হবে ১৭ রান। পরের ওভারে ২ রান যোগ করেন আবরার। সেই সময় ৩ ওভারে পাকিস্তানের জিততে হলে করতে হতো ১৫ রান। আর ১ উইকেট নিতে পারলেই জিতে যেত নিউজিল্যান্ড। ঠিক সেই সময়েই কি না আলোর স্বল্পতা জল ঢেলে দিল সব রোমাঞ্চে। ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে দুই দলের খেলোয়াড়দের। এর আগে পঞ্চম দিন সকালে পাকিস্তান ৩১৯ রানের জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নামে ৮ উইকেট নিয়ে। আগের দিনের শেষবেলায় ২ উইকেট হারানো পাকিস্তানের স্কোরবোর্ডে তখনো কোনো রান জমা হয়নি। সেই সময় কেইবা ভাবতে পেরেছিলেন যে ম্যাচটি শেষবেলায় এসে এমন রোমাঞ্চ ছড়াবে। ম্যাচটি জিততে না পারলেও শেষ পর্যন্ত যে ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়তে পেরেছে, এর জন্য পাকিস্তানের সমর্থকেরা ধন্যবাদ দিতে পারেন সরফরাজকে। তাঁর অসাধারণ ব্যাটিংয়েই যে ম্যাচটি এ পর্যন্ত নিয়ে আসতে পেরেছে পাকিস্তান।

ইমামউল হক আর শান মাসুদ দিনের শুরুটা ভালো করতে পারেননি। মাত্র ৩৫ রান যোগ করার পরই ভাঙে পাকিস্তানের তৃতীয় উইকেট জুটি। ১২ রান করে আউট হয়ে ফেরেন ইমাম। অধিনায়ক বাবর আজমও ফিরে গেছেন দ্রুতই। ৪১ বলে ২৭ রান করে আউট হওয়ার আগে শান মাসুদের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে তিনি গড়েছেন ৪২ রানের জুটি।

এরপরই উইকেটে আসেন সরফরাজ। উইকেটে এসে ১১তম বলেই থিতু হয়ে যাওয়া সঙ্গী শান মাসুদকে হারান। আউট হওয়ার আগে ৬৬ বলে ৩৫ রান করেছেন মাসুদ। ছোট ছোট ইনিংস খেলে অন্য প্রান্তে আউটের এ ধারা অব্যাহত থাকে পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানদের। কিন্তু এক প্রান্ত আগলে ব্যাটিং করে যেতে থাকেন সরফরাজ। কঠিন উইকেটে দুর্দান্ত ব্যাটিং করে তুলে নেন টেস্ট ক্যারিয়ারের চতুর্থ সেঞ্চুরি। শেষ পর্যন্ত তিনি আউট হয়েছেন ১৭৬ বলে ১১৮ রান করে। ব্রেসওয়েলের বলে আউট হওয়ার আগে মেরেছেন ৯টি চার ও ১টি ছয়। ম্যাচ ড্র হওয়ার আগে পাকিস্তান তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটে তুলেছে ৩০৪ রান।

সরফরাজের উইকেটটিসহ পাকিস্তানের ৪ ব্যাটসম্যানকে ফিরিয়েছেন ব্রেসওয়েল। ২টি করে উইকেট নিয়েছেন টিম সাউদি ও ইশ সোধি। ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন সরফরাজই। ০-০তে ড্র হওয়া ২ টেস্টের সিরিজের সেরা খেলোয়াড়ও তিনিই।

আর্জেন্টিনায় মেসির নামে নাম রাখার হার বেড়েছে ৭০০ শতাংশ

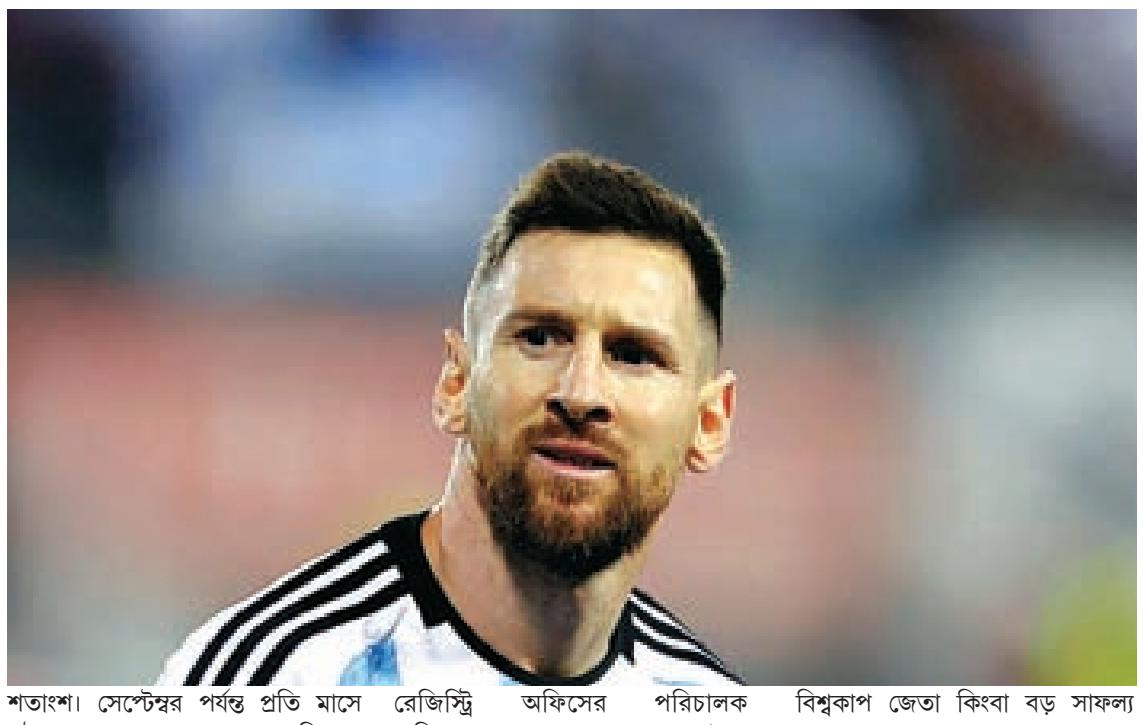

প্যারিস ঃ ১৮ ডিসেম্বরের পর থেকে ফুটবলের গল্পটা লেখা হচ্ছে নতুনভাবে। শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে যেটুকু সন্দেহ ছিল, সেদিন বিশ্বকাপের ট্রফি উঁচিয়ে তাও মিটিয়ে দিয়েছেন লিওনেল মেসি। ফ্রান্সকে হারিয়ে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জেতার রেশ এখনো শেষ হয়নি।

আর্জেন্টিনায় উৎসবের আমেজটা হয়তো থেকে যাবে আরও অনেক দিন। বিশ্বকাপ জয়ের মুহূর্তটা আর্জেঃটাইনরা স্মরণ করছে নানাভাবে। এমনকি দেশটির নবজাতকদের নামেও খোদাই হয়ে যাচ্ছে ঐতিহাসিক সেই ক্ষণ!

যেখানে সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তানদের নাম রাখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছেন একজন মানুষ। কারও কারও কাছে তিনি আবার অতিমানবও। নামটা বলে না দিলেও চলছে। সেই নামটি হলো, লিওনেল মেসি।

সান্তা ফে প্রদেশের সিভিল রেজিস্ট্রি অনুসারে, গত ডিসেম্বরে জন্ম নেওয়া প্রতি ৭০ জন শিশুর একজনকে লিওনেল কিংবা লিওনেলা নামে নিবন্ধিত করা হয়েছে। যার উৎস মূলত আর্জেন্টাইন অধিনায়ক লিওনেল মেসি। এই সান্তা ফে প্রদেশের রোজারিও শহরে জন্ম মেসির।

জানা গেছে, নবজাতকের জন্য মেসির নাম পছন্দ করার হার বেড়েছে ৭০০ শতাংশ। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতি মাসে এই নামের নবজাতকের সংখ্যা ছিল ৬ জন করে। এই সংখ্যা ৩০ দিনে বেড়ে ৪৯-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু মেসির নামেই নয়, সাম্প্রতিক সময়ে আর্জেন্টিনা দলের অন্য তারকাদের নামে নাম রাখার প্রবণতাও বেড়েছে অনেক। সান্তা ফে প্রদেশের সিভিল রেজিস্ট্রি অফিসের পরিচালক মারিয়ানো গালভেজ বলেছেন, 'গত সপ্তাহে আর্জেন্টিনা দলের অন্য খেলোয়াড়দের নামেও নবজাতকদের নাম নিবন্ধন করা হয়েছে। যেমন হুলিয়ান কিংবা এমিলিয়ানো। তবে সবচেয়ে বেশি আবেদন এসেছে লিওনেল নামে।'

বিশ্বকাপ জেতা কিংবা বড় সাফল্য পাওয়া খেলোয়াড়দের নামে নাম রাখার ধারাটা অবশ্য বেশ পুরোনো। শুধু বিশ্বকাপ জেতা দেশেই নয়, অন্য দেশগুলোতেও নাম রাখার ক্ষেত্রে এই প্রভাব দেখা যায়। বাংলাদেশেও জিকো, রসি কিংবা জিদান নামগুলোর উৎসও তাই।

পেলে যে পরিমাণ টাকা রেখে গেছেন

ব্রাজিল ঃ ঘটনাটা ১৯৭০ বিশ্বকাপের। ব্রাজিলপেরুর কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ শুরু হবে। রেফারি ম্যাচ শুরুর বাঁশি বাজানোর আগমুহূর্তে পেলে বললেন, একটু অপেক্ষা করুন। জুতার ফিতে বেঁধে নিই। হাঁটু গেড়ে বসে জুতায় হাত দিলেন পেলে। ক্যামেরার 'জুম' করা দৃশ্যে দেখা গেল, ভালো করে জুতা পরে নিচ্ছেন পেলে। জুতাটা পুমা ব্র্যান্ডের।

পরে জানা গিয়েছিল, সেদিন ওই মুহূর্তে জুতা বাঁধার জন্য আগেই পেলেকে ১ লাখ ২০ হাজার ডলারের প্রস্তাব দিয়ে রেখেছিল পুমা। এমনকি দৃশ্যটা ভালো করে দেখানোর জন্য ভালো পরিমাণের অর্থ দিয়েছিল ক্যামেরাম্যানকেও। জুতা প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান পুমার মতো পেলের মাধ্যমে পণ্যের প্রচার করেছে অন্যান্য বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানও। ২৯ ডিসেম্বর ৮২ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন পেলে। ২২ বছরের ক্লাব ক্যারিয়ার আর ১৪ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে আয় একেবারে কম করেননি। তবে সেই আয় বিপুল অঙ্কের ছিল না। একাধিক সাক্ষাৎকারে ফুটবলের রাজা নিজেই বলেছেন, তাঁর আয়ের বেশির ভাগ ফুটবলের বুট জোড়া তুলে রাখার পর, 'আজকের দিনে যেমনটা হয়, ফুটবল খেলে আমি অতটা ধনী হতে পারিনি। আমি খেলা ছেড়ে দেওয়ার পর বিজ্ঞাপন থেকে বেশি আয় করেছি। তবে তামাক, অ্যালকোহল, রাজনীতি বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে কোনো উপার্জন আমি করিনি।'

নিজের সময়ের সেরা হিসেবে দীর্ঘ খেলোয়াড়ি ক্যারিয়ার, এরপর বড় একটা সময়জুড়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছুটে বেড়ানো পেলে ছিলেন বিজ্ঞাপন বিশ্বের 'সেরা মাধ্যম'। সারা জীবনে তিনি ঠিক কী পরিমাণ সম্পদ গড়েছেন, তার সঠিক অঙ্ক পাওয়া মুশকিল। তবে দৃশ্যমান চুক্তি ও বাজার বিশ্লেষণ করে একটি হিসাব দাঁড় করিয়েছে সেলেব্রিটি নেট ওর্থ।

পোর্টালটির মতে, পেলের মোট সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ১০ কোটি মার্কিন ডলার। এর বেশির ভাগই বাণিজ্যিক চুক্তির মাধ্যমে আয় করা। একই তথ্য জানিয়েছে স্প্যানিশ ক্রীড়া সংবাদমাধ্যম মার্কাও। তাদের খবরে বলা হয়, মৃত্যুর সময় ১০ কোটি ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ হাজার ৪৪ কোটি টাকা) সমমূল্যের সম্পদ রেখে গেছেন পেলে।

ক্যারিয়ারের শেষ বেলায় যুক্তরাষ্ট্রে খেলতে গিয়েছিলেন পেলে। নাম লিখিয়েছিলেন নিউইয়র্ক কসমসে। তিনবার বিশ্বকাপজয়ীকে বছরপ্রতি ২৮ লাখ মার্কিন ডলার দিত কসমস। যা ওই সময়ের সর্বোচ্চ ছিল।

২০১৫ সালে ফোর্বসের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ১৯৭৫-৭৭ সময়ে পেলে বছরে যা আয় করতেন, এ সময় তা দেড় কোটি ডলারের সমপরিমাণ। গত সাত বছরে যা আরও বেড়েছে। পুমা ছাড়াও ভক্সওয়াগন, প্রক্টর অ্যান্ড গাম্বল, সাবওয়ে, এমিরেটস এয়ারলাইন্সের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি ছিল পেলের।

২০১৪ সাল থেকে ব্রাজিল সরকারের কাছ থেকে পেনশন পেতেন পেলে। ইতালিয়ান সংবাদমাধ্যম কোরেইরে দেলা সেরার খবর অনুসারে, প্রতি মাসে ৩০০ রেইস করে পেনশন পেতেন পেলে, মার্কিন মুদ্রায় যা ৫৬৭ ডলারের সমপরিমাণ।

ব্রাজিলিয়ান ম্যাগাজিন ভেজাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পেনশনার হিসেবে অন্যান্য সুবিধার কথাও জানিয়েছিলেন পেলে। বলেছিলেন সিনেমা দেখা, গণপরিবহন ব্যবহারে অর্ধেক ও পূর্ণ ছাড় পান তিনি।

গ্রহাণুর আঘাতে ডাইনোসর মারা গেলেও অন্য প্রাণীরা বাঁচলো কিভাবে?

নয়াদিল্লি (ওয়েবডেস্ক)ঃ আজ থেকে ৬ কোটি ৬০ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে আঘাত হেনেছিল একটি অ্যাস্টারয়েড বা গ্রহাণু - বা মহাকাশে ঘুরতে থাকা কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রহের টুকরো। এতই প্রচণ্ড ছিল সেই আঘাত যে তার ফলে পৃথিবীর সব ডাইনোসর মারা গিয়েছিল। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর ঘটনায় এত বিশাল বিশাল ডাইনোসররা মারা গেলেও ছোট ছোট কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী কিন্তু মারা যায়নি। কিভাবে বেঁচে ছিল তারা?

একবার কল্পনা করে দেখা যাক পৃথিবীর বুকে গ্রহাণুর আঘাতের পর পরিবেশটা কেমন হয়েছিল।

আজকে যেখানে মেক্সিকো - তারই উপকুলে প্রচণ্ড গতিতে এসে আছড়ে পড়েছিল বিশাল আকারের সেই গ্রহাণুটি। সেটি ছিল ছয় মাইল বা ১০ কিলোমিটার চওড়া, এবং তা পৃথিবীকে আঘাত করেছিল ১০০ কোটি পারমাণবিক বোমার চেয়েও বেশি শক্তি নিয়ে।

বনজঙ্গলে আগুন লেগে গিয়েছিল, সাগরে সৃষ্টি হয়েছিল সুনামি। বাতাসে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল বাষ্প হয়ে যাওয়া শিলা, ছাই আর ধুলো উঠে গিয়েছিল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কয়েক মাইল উঁচু পর্যন্ত।

পৃথিবীর বুকে তৈরি হয়েছিল মারাত্মক তাপ, বাতাস ভরে গিয়েছিল ছাইয়ে, নেমে এসেছিল ঘোর অন্ধকার।

চারদিকে পড়ে ছিল ডাইনোসররা। কেউ ইতোমধ্যেই মৃত, কেউ মৃতপ্রায়।

তখন পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে জীবিত প্রাণীদের জন্য সেটিই ছিল সবচেয়ে খারাপ দিন।

কিন্তু তার মধ্যেই দেখা গেল একটি ক্ষুদ্র প্রাণীকে। সে ওই নারকীয় ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই খাদ্যের সন্ধানে নেমেছে - একটি দু'টি পোকা ধরে খাচ্ছে, আবার ছুটে গিয়ে তার গর্তে আশ্রয় নিচ্ছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম মহাদুর্যোগ এসেছিল এর আগে আরেক বার - ২৫ কোটি ২০ লাখ বছর আগে, যাকে বলে 'গ্রেট ডাইং' যুগ - যখন ৯৫ শতাংশ সামুদ্রিক প্রাণী এবং ৭০ শতাংশ স্থলচর প্রাণী মারা গিয়েছিল কিন্তু এত আকস্মিকভাবে নয়, অনেক দিন ধরে।

তবে ওই গ্রহাণুর আঘাতে বিশাল ডাইনোসর সহ পৃথিবীর তিনচতুর্থাংশ প্রজাতির প্রাণীই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ছোট ছোট কিছু স্তন্যপায়ী প্রাণী মারা যায়নি - তারা ঠিকই বেঁচে ছিল।

ডাইনোসরদের যুগে পৃথিবীতে তারাই একমাত্র প্রাণী ছিল না। আরো বহু রকমের প্রাণী ও উদ্ভিদের বাসস্থান ছিল তখন এই পৃথিবী।

সেই গ্রহাণুর আঘাতের পরও যারা মহাবিপর্যয়ে বিলুপ্ত হওয়া থেকে রেহাই পেয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল একটি স্তন্যপায়ী প্রাণী ।

এর নাম পার্গাটোরিয়াস, দেখতে অনেকটা যেন একটা ছোট্ট কাঠবিড়ালি আর ছুঁচোর সংকরের মত।

একে বলা হয় মানুষের জানা পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো প্রাইমেট বা বানরজাতীয় প্রাণী।

গ্রহাণুর আঘাতের পর যেসব ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তার মধ্যে 'বিখ্যাত' টিরোনোসরাস এবং ট্রাইসেরাটপ তো ছিলই - আরো ছিল নানা রকম প্রজাতি। কারো ছিল লম্বা গলা, কারো হাঁসের মত ঠোঁট, কারো গায়ে ছিল বর্মের মত চামড়া। এগুলো সবই ওই ঘটনার পর খুব দ্রুত মারা যায়।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সারাহ শেলি বলছেন, সেই সময়টায় পৃথিবীতে অনেক রকম স্তন্যপায়ী প্রাণী ছিল - যারা ফল, বাদাম এবং নানা রকম বীজ খেয়ে বাঁচতো।

তা ছাড়া ছিল ডিডেলফোডন নামে এক ধরনের মাংসাশী প্রাণীও - যার আকৃতি ছিল মোটামুটি একটা বেড়ালের সমান।

ক্রিটেসিয়াস যুগের এসব বড় বড় প্রাণীর পাশাপাশি ছিল ছোট আকারের স্তন্যপায়ী প্রাণী পার্গাটোরিয়াস - জীবজগতে তাদের স্থান ছিল খানিকটা এখনকার যুগের ইঁদুরের মতই ।

এরা এবং মানুষের পূর্বপুরুষরা কীভাবে সেই মহাদুর্যোগ থেকে বেঁচে গিয়েছিল সেটা এক বিরাট প্রশ্ন।

এ নিয়েই দ্য রাইজ অ্যান্ড রেইন অব দ্য ম্যামলস নামে একটি বই লিখেছেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টিভ ব্রুসেট। তিনি ও তার সহকর্মীরা এ নিয়েই গবেষণা করছেন।

ব্রুসেট বলছেন, সেই দিনটি পৃথিবীর যত স্তন্যপায়ী, পাখী বা সরীসৃপ - সব প্রাণীর জন্যই ছিল একটা খুব খারাপ দিন।

এর আগের ৫০ কোটি বছরের মধ্যে এত বড় গ্রহাণু পৃথিবীতে আঘাত করেনি, এবং তাতে স্তন্যপায়ীদের অবস্থাও প্রায় ডাইনোসরদের মতোই হতে যাচ্ছিল।

গ্রহাণুর আঘাতের পর দাবানলে পৃথিবীর বনভূমি সব পুড়ে যায়। আকাশ ভরে গিয়েছিল ছাইয়ে। সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে পারছিল না এবং গাছের জন্য সালোকসংশ্লেষণ বা ফটোসিনথেসিস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ব্রুসেট বলছেন, পৃথিবীর পুরো ইকোসিস্টেমটাই একটা তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছিল। পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রথমে বেড়ে গিয়েছিল - কিন্তু তার পর আবার ত্রিশ বছর ধরে ২০ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি কমে গিয়েছিল।

এমন প্রতিকূল অবস্থায় টিকে থাকার জন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষুদ্র আকৃতি খুবই সহায়ক হয়েছে।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন গবেষক অরনেলা বার্ট্রাণ্ড উদাহরণ দিয়ে বলছেন, যেমন আফ্রিকান হাতির মত বড় প্রাণীর বাচ্চা মায়ের পেটে থাকে ২২ মাস, আর ইঁদুরের গর্ভসঞ্চার থেকে বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত সময় লাগে মাত্র ২০ দিন । সে কারণে ছোট আকারের প্রাণীর পক্ষে প্রতিকূল সময়ে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করা সম্ভব।

তা ছাড়া ছোট আকারের প্রাণীরা প্রজনন সক্ষমতাও অর্জন করে দ্রুত। কিন্তু একটা টি রেক্স ডাইনোসরের প্রজননের বয়সে পৌঁছাতে লাগে ২০ বছর।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে মাটির নিচে বাস করা - বলছেন শেলি ।

তার কথায়, প্যালিওসিন যুগের এইসব ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী প্রাণী আধুনিক স্তন্যপায়ীদের মত নয়। তাদের আকৃতিও ছিল অদ্ভুত এবং তাদের সাথে মাটির নিচে গর্ত করে থাকা প্রাণীদের অনেক মিল পাওয়া যায়।

মাটির নিচে থাকার ফলে তারা গ্রহাণুর আঘাতে মাটির ওপর যে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তা অনেকটা এড়িয়ে থাকতে পেরেছে।

গ্রহাণুর আঘাতের পর বেশির ভাগ জীবিত গাছপালাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

ফলে এই বিপর্যয়ের পর যেসব প্রাণীরা নির্দিষ্ট এক ধরনের খাদ্যের পরিবর্তে যা পাওয়া যায় তাই খাওয়া শুরু করেছিল - তারা টিকে থাকার ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকতে পেরেছে।

শেলি বলছেন, যেমন ডিডেলফোডন এমন কিছু প্রাণী শিকার করে খেতো তার সংখ্যা ছিল খুবই কম। অন্যদিকে ক্ষুদ্রাকৃতির প্রাণীর পক্ষে খাদ্য এবং জীবনধারায় পরিবর্তন আনা ছিল সহজ - এবং তা তাদের বিলুপ্তি ঠেকাতে সহায়ক হয়েছে।

ব্রুসেট বলছেন, তবে যেসব প্রাণী বীজ খেতো - যেমন কিছু পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণী - তাদের জন্য সেই বিপর্যয়ের পরও খাদ্যের অভাব হয়নি।

কিন্তু টি রেক্সের মত প্রাণীর পক্ষে ফলের বীজ খেয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না।

তিনি বলছেন, তা ছাড়া গ্রহাণুর আঘাতের পরেও এসব বীজ মাটিতে পড়ে টিকে ছিল। পরে যখন আবার সূর্যালোক পৃথিবীর বুকে পড়তে পারলো, তখন সেই বীজ থেকে আবার নতুন গাছ গজাতে শুরু করলো।

তা ছাড়া গ্রহাণুর আঘাতের পরেও এসব বীজ মাটিতে পড়ে টিকে ছিল। পরে যখন আবার সূর্যালোক পৃথিবীর বুকে পড়তে পারলো, তখন সেই বীজ থেকে আবার নতুন গাছ গজাতে শুরু করলো।

স্তন্যপায়ীদের সংখ্যা ও আকার বৃদ্ধি

প্যালিওসিন যুগের পর ধীরে ধীরে পৃথিবীর ইকোসিস্টেম আবার ক্ষতি কাটিয়ে উঠলো, এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীরা ডাইনোসরের শূন্যস্থান পূরণ করতে শুরু করলো।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখেছেন যে এ সময় স্তন্যপায়ীরা আকারে বড় হতে শুরু করে ।

এটাই ছিল সে সময়কার বিবর্তন বা অভিযোজনের ক্ষেত্রে প্রধান প্রবণতা। এর একটি ছিল তৃণভোজী প্রাণী এক্টোকোনাস - মনে করা হয় যে এরা হয়তো বর্তমানকালের গরুঘোড়ার মত খুরওয়ালা প্রাণীর সাথে সম্পর্কিত। ডাইনোসর বিলুপ্তির কয়েক লক্ষ বছরের মধ্যেই এদের ওজন বেড়ে ১০০ কেজির মত হয়ে যায়। ভৌগলিক দিক থেকে এটা খুবই কম সময়।

শেলি বলছেন, সে সময়কার আরো কিছু প্রাণীর ক্ষেত্রে একই প্রবণতা দেখা যায়।

ব্রুসেট বলছেন, ডাইনোসরের মত এত বিশাল আকারের একটি প্রাণী - যারা লক্ষ লক্ষ বছর টিকে ছিল - তাদের এত অল্প সময়ের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াটা খুবই চমকপ্রদ।

তারা নতুন বাস্তবতার সাথে খুবই বেমানান ছিল এবং তারা খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি।

পৃথিবীতে গ্রহাণুর আঘাতের পুরো ব্যাপারটাই এত আচমকা ঘটেছে এবং তার ফলে এত বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে যে গবেষকরা বলছেন, ব্যাপারটা তাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছে।

আমরা যে এই পৃথিবীতে আছি তা একান্তই ঘটনাচক্রে - বলছেন বার্ট্রাণ্ড, এমনও তো হতে পারতো যে গ্রহাণুটা পৃথিবীতে আঘাত করলো না, অথবা এটা পৃথিবীরই অন্য একটা প্রান্তে সাগরের মধ্যে গিয়ে পড়লো। কিন্তু তাহলে এর ফলে প্রাণীজগতে যে প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটতো - তা হতো একেবারেই অন্যরকম।

আমি যখন এ ব্যাপারটা ভাবি তখন আশ্চর্য হয়ে যাই - বলছেন তিনি।

তবে পৃথিবীতে আজ যে স্তন্যপায়ীরা বেঁচে আছে, তাদের দিক থেকে হয়তো যা হয়েছে - ভালোই হয়েছে। অন্য কিছু হলে হয়তো তারা থাকতো না।

ঢাকা লিট ফেস্ট বাংলাদেশে ইংরেজি সাহিত্যের প্রসারে কেমন ভূমিকা রেখেছে

ঢাকা ঃ 'ঢাকা লিট ফেস্ট'-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১১ সালে।

বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ঢাকাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার থেকে পর্দা উঠেছে শিল্পসাহিত্যের অন্যতম আসর 'ঢাকা লিট ফেস্ট' এর দশম সংস্করণের, যা চলবে ৮ই জানুয়ারি পর্যন্ত।

এই ফেস্টের যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১১ সালে। তবে করোনা ভাইরাস মহামারির কারণে টানা তিন বছর স্থগিত ছিল।

উৎসবে মূলত দেশি বিদেশি সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, লেখকদের বৈচিত্র্যময় সম্মেলন ঘটে যেখানে বই পড়া, বিভিন্ন দেশের সাথে সাহিত্যের সংযোগ, যোগাযোগ হয়।

সেই সাথে বিভিন্ন দেশের গল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, কবিতা, অনুবাদ, বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শন এর সবই উৎসবে আলোচনার বিষয়বস্তু।

তবে বাংলাদেশে এখনও ইংরেজি সাহিত্যের পাঠক সংখ্যা খুব সীমিত থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই কোণঠাসা হয়ে আছে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যের এই অঙ্গনটি। কাটতি কম থাকায় প্রকাশকরাও ইংরেজি সাহিত্য প্রকাশ বা প্রচারের ব্যাপারে তেমন আগ্রহী নন। আর এ কারণে বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে বাংলা সাহিত্য অনেকটাই অধরা বলে অভিযোগ করেছেন লেখকরা।

গত এক যুগ ধরে লিট ফেস্টের এই আয়োজনের

কারণে বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষার সাহিত্য চর্চা ব্যাপক সম্প্রসারিত হয়েছে বলে মনে করেন লিট ফেস্টের আয়োজক ও ইংরেজি সাহিত্য সংশ্লিষ্টরা। ইংরেজি সাহিত্যিক সাজিয়া ওমর বিবিসি বাংলাকে জানান, লিট ফেস্টের কারণে বাংলাদেশের সাহিত্য বৈশ্বিক পরিচিতি পাচ্ছে। বিভিন্ন দেশের লেখক, প্রকাশক, রিভিউয়াররা বাংলাদেশে এসে জানতে পারছেন যে বাংলাদেশে এরকম লেখালেখি হচ্ছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের লেখকদের নিয়ে বিশ্বের প্ল্যাটফর্মগুলোয় আগে কোন আলোচনা হতো না। কিন্তু উৎসবের কারণে আমরা বৈশ্বিক পরিচিতি পেতে শুরু করেছি। পাঠক পেতে লেখক লাগে, আবার লেখক পেতে পাঠক লাগে। এ ধরণের উৎসব হওয়াতে এই কমিউনিটি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে।

মিসেস ওমর লেখালেখির পাশাপাশি প্রতিবছর রাইটিং ওয়ার্কশপও করিয়ে থাকেন। লিট ফেস্টের পর থেকে প্রতিনিয়ত তার ওয়ার্কশপে নব্য লেখকদের সংখ্যা বাড়ছে বলে তিনি জানান।

প্রতি বছর ১০-১২ জন ওয়ার্কশপ করতে আসে। তারা লিখতে চায়, জানতে চায় যে কিভাবে লেখাগুলো আরও পাঠকবান্ধব, মার্কেট ফ্রেন্ডলি করা যাবে, লেখাগুলো প্রকাশ করা যাবে, এভাবে গত এক দশকে প্রতিনিয়ত লেখক ও পাঠকের সংখ্যা বাড়তে দেখছি।

লিট ফেস্টের নয়টি আসরের কারণে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সাহিত্য নিয়ে বেশ আগ্রহ তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন এর অন্যতম পরিচালক কাজী আনিস আহমেদ।

তিনি জানান এই ফেস্টের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের লেখক, প্রকাশকদের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

এখন বাইরের দেশের অনেক লেখক বাংলাদেশের সাহিত্য নিয়ে জানতে বেশ আগ্রহী। এই আগ্রহের প্রতিফলন দেখা গিয়েছে গ্রান্টা, ওয়াটারফিরার মতো বিদেশি লিট ম্যাগাজিনগুলোয়। সেখানে ঢাকা লিট ফেস্টকে ঘিরে বাংলাদেশের সাহিত্য নিয়ে বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশকে নিয়ে ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস থেকে 'ঢাকা টুরিস্ট' বের হয়েছে। বিশ্বখ্যাত সিগাল প্রকাশনা থেকে বই বেরিয়েছে। মি. আহমেদ বলেন, বৈশ্বিক সাহিত্যের নেটওয়ার্কে বাংলাদেশের যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে এই লিট ফেস্টের মধ্যে দিয়েই। এখন আমাদের লেখকরা যুক্ত হয়েছেন। তাদের পরিচিতির দুয়ার কিছুটা হলেও খুলতে শুরু করেছে। লিট ফেস্টকে ঘিরে লেখক ও পাঠকদের আগ্রহ যে প্রতিনিয়ত বাড়ছে সেটা স্পষ্ট। তিনি আরও বলেন, যখন আমরা বিদেশিদের সাথে যোগাযোগ করি তখন তারা বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে জানতে চান, পড়তে চান, চিনতে চান। আমরা তাদেরকে প্রতিথযশা সাহিত্যের অনুবাদের বইগুলো ধরিয়ে দেই। তারা আমাদের ফিডব্যাক দেয়।

লিট ফেস্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাহিত্যকে বৈশ্বিক অঙ্গনে পরিচিত করাতে গিয়ে আয়োজকরা একটি বিষয় উপলব্ধি করেন। সেটি হল, বাংলাদেশে বাংলা সাহিত্যগুলোর মান সম্মত ইংরেজি অনুবাদের ঘাটতি রয়েছে। যার কারণে এই সাহিত্য যথাযথভাবে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরাও তাদের জন্য চ্যালেঞ্জের হয়ে পড়েছে। এ নিয়ে ঢাকা লিট ফেস্টের পরিচালক কাজী আনিস আহমেদ বলেন, বিদেশি সাহিত্যিকরা আমাদের সাহিত্য জানতে চান। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে, বেশিরভাগ লেখারই ভালো ইংরেজি অনুবাদ হয়নি। হলেও খুব কম। ইংরেজি সাহিত্য লেখার মান এবং ইংরেজি অনুবাদে ভারত ও পাকিস্তান অনেক এগিয়ে থাকলেও বাংলাদেশের এখনও অনেক কাজ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছে প্রকাশনা সংস্থাগুলো

বাংলাদেশে ইংরেজি অনুবাদের যে কাজ হয় তার বেশিরভাগ বৈশ্বিক পাঠকদের জন্য যথেষ্ট ইডিওমেটিক বা সুপাঠ্য নয় বলে মনে করেন মি. আহমেদ। এক কথায় বিদেশী পাঠকরা যে ধরনের প্রাঞ্জল ইংরেজিতে অভ্যস্ত সেটার অভাব রয়েছে।

তবে নতুন করে অনুবাদের দিকে নজর দেয়ায় এখন দৃশ্যপট অনেকটাই বদলেছে বলে জানান মি. আহমেদ। যেমন, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টসের উদ্যোগে 'লাইব্রেরি অব বাংলাদেশ' শীর্ষক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তারা মূলত বাংলাদেশের সেরা ১০ জন লেখকের বই বিদেশি অনুবাদকদের সহযোগিতায় এমনভাবে অনুবাদ করেছে যা বিদেশি পাঠকদের জন্য আরও সুখপাঠ্য ও সহজপাঠ্য। সেখান থেকে সৈয়দ শামসুল হক, হাসান আজিজুল হক থেকে শুরু করে বহু লেখকের বইয়ের মানসম্মত ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আগের অনূদিত বইয়ের নতুন করে অনুবাদ হয়েছে। মি. আহমেদ জানান, বিদেশি সাহিত্যিকরা বাংলাদেশের সাহিত্যের খোঁজ নেন, পড়েন এবং প্রশ্ন করেন। সে কারণেই বিশ্বের বড় বড় প্রকাশকরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসতে শুরু করেছেন। তার মতে, এ ধরনের অনুবাদ যতো বাড়বে বাংলাদেশের লেখা বিশ্বে তুলে ধরা ততোই সহজ হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের তুলনায় আয়তনে ছোট দেশের লেখকরাও বিশ্বসাহিত্যে অনেক বড় জায়গা পেয়ে গেছেন, শুধুমাত্র এই অনুবাদের জায়গাটি সমৃদ্ধ করার কারণে। আমাদেরও বিশ্ব সাহিত্যে জায়গা করার সুযোগ আছে। তবে সাহিত্যের ধরনের ওপরেও বাংলাদেশের এই বিস্তৃতির বিষয়টি নির্ভর করে বলে মনে করেন আয়োজকরা।

মি আহমেদ জানান, সাহিত্যের মূলত দুটি রূপ আছে। একটি মান অপরটি ধরন।

বাংলাদেশে অনেক উঁচু মানের লেখকদের গুরুত্বপূর্ণ লেখা রয়েছে। কিন্তু সেই লেখাগুলো বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে কতোটা বোধগম্য বা আকর্ষণীয় হবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এ নিয়ে মি. আহমেদ বলেন, আমাদের সাহিত্যের ধারাটা বেশ অন্তর্মুখী। সেই কারণে এটা অনুবাদ করে সীমানা পেরিয়ে অন্য সংস্কৃতির পাঠকদের কাছে পৌঁছানো কঠিন হয়। সাহিত্যের মান আছে কিন্তু ধরনটা অন্তর্মুখী হওয়ার কারণে সেটার বিস্তৃতি হয়নি। আয়োজকদের মতে, বাংলাদেশে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে যারা কাজ করছেন বা যাদের আগ্রহ আছে তারা লিট ফেস্ট থেকে সহজেই অনুপ্রাণিত হতে পারছেন। এর ফলে নতুন লেখকদের মধ্যেও আরও ভালো মানের লেখার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। এছাড়া তরুণ লেখক ও পাঠকদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বের করে আনতেও এই লিট ফেস্টের বড় ভূমিকা আছে বলে মনে করা হচ্ছে। মি. আহমেদ বলেন, আমরা এমন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি যেখানে নবীন লেখকেরা তাদের অনুপ্রেরণা খুঁজে পাবেন, তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তিনি জানান, বৈশ্বিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সাহিত্যের কাটতি বাড়ানো এই লিট ফেস্টের মূল উদ্দেশ্য নয় বরং বাংলাদেশের লেখক পাঠকরা কতোটা যুক্ত হতে পারছে, নতুন লেখক তৈরি করতে পারছে, পাঠকদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করতে পারছে সেটাই মুখ্য। এখন নতুন লেখকরা লেখালেখির উদ্যোগ নিয়েছে, ইংরেজি সাহিত্যে পাঠকদের আগ্রহ বেড়েছে যা লিট ফেস্টের আগে এতোটা প্রসারিত ছিল না, তিনি বলেন। লিট ফেস্টে বড় ও নামি লেখকদের পাশাপাশি নতুন লেখক যারা বিভিন্ন এক্সপেরিমেঃটমূলক কাজ করছেন এবং শিল্পী যাদের কাজ আরও বেশি সামনে আসার যোগ্য বলে মনে করা হয় তাদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেইসাথে সুপরিচিত সম্পাদক এবং প্রকাশকদের নিয়ে আসা হচ্ছে। ফলে বড় ধরনের নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ হতে পারে এই লিট ফেস্ট। এবারের উৎসবে বিশ্বখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা নিউ ডিরেকশনস, আর্কিপেলাগো, ব্লুমসবেরির সাথে বাংলাদেশের ইংরেজি ভাষার সাহিত্যিকদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। এতে ফেস্ট শেষ হলেও লেখকরা তাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন, তাদের সাথে দেখা করার সুযোগ পাবেন। তাই এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে লেখকদের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন আয়োজকরা। মি. আহমেদ বলেন, লিট ফেস্টে যে লেখক ও প্রকাশকরা আসেন, আমাদের লেখকদের উচিত হবে নিজ উদ্যোগে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ও সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা। এ ধরনের যোগাযোগ বজায় থাকলে বাংলাদেশের লেখকদের লেখাগুলো নির্বাচিত ও আলোচিত হবে। তার মতে, ঢাকা লিট ফেস্ট সত্যিকার অর্থে আন্তর্জাতিক মাত্রা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। সেখানে সবার দেখা হবে, আড্ডা হবে। এটার ফলাফলটা কোন পরিমাপক দিয়ে বোঝানো সম্ভব না। বিষয়টা উপলব্ধির। তবে বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায় এই বইগুলো ছাপানোর জন্য যথেষ্ট প্রকাশনা সংস্থা না থাকা।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শনিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
07:01:2023

যে পাঁচ ইস্যুতে বাংলাদেশ প্রেমিয়ার লীগ বিতর্কিত

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ 'ঢাকা প্রেমিয়ার লীগও এর থেকে ভালোভাবে হয়' বাংলাদেশ প্রেমিয়ার লীগ শুরুর ঠিক দুই দিন আগে এই টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় তারকা সাকিব আল হাসানের এমন এক মন্তব্যে তোলপাড় পড়ে গেছে বিপিএলের মান নিয়ে। সাকিব বলেছেন, ক্যারিবিয়ান প্রেমিয়ার লীগ কিংবা পাকিস্তান সুপার লীগও এর চেয়ে অনেক ভালো হয়। আজ মাশরাফী বিন মোর্ত্তজাও সাকিব আল হাসানের কথার সাথে সুর মিলিয়ে বলেছেন, ক্রিকেট বোর্ডকে দেখতে হবে দলের মালিক লাভ করে কি না। লাভ করলেই চেহারা বদলে যাবে। যারা নিয়মিত ক্রিকেট খেলা দেখেন এবং খোঁজখবর রাখেন তাদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ প্রেমিয়ার লীগ, 'দায়সারা গোছের চলে'। ক্রিকেট অনুসারী রাইয়ান কবির রাজিন বলছেন, বিপিএল যদি ঠিকঠাক চালাতে না পারে বিসিবি তবে চালাবে না। কিন্তু এই গোঁজামিল কেন? চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের আনুষ্ঠানিক ক্রিকেটার ফটোশুটে দেখা গেছে ক্রিকেটাররা এসেছেন জিন্স পরে, দলের ট্রাউজারও দেয়া হয়নি। ক্রিকেটে বিশেষত পেশাদার ক্রিকেটে এমন দৃশ্য বিরল। কিন্তু বাংলাদেশ প্রেমিয়ার লীগ গত দশ-এগারো বছর ধরেই এমন সব ঘটনার জন্ম দিয়েছে যা আসলে টুর্নামেন্টটিকে 'হাসির খোরাক' করে তুলেছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। বিপিএলের সবচেয়ে আলোচিত বিতর্কের মধ্যে আছে ক্রিকেটারদের পাওনা টাকা না দেয়া, আম্পায়ারিং এবং উইকেটের মান নিয়ে প্রশ্ন।

বলিউডের ওপরে নজরদারি চালাবে ভারতের 'ধর্ম সেন্সর বোর্ড'

নয়া দিল্লি ঃ হিন্দুদের অন্যতম শীর্ষ ধর্মগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ দিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলন করে ঘোষণা করেছেন যে হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগের ওপরে আঘাত দিতে পারে, এমন সিনেমা, সিরিয়াল, নাটক, বই - সবকিছুর ওপরে নজর রাখার জন্য একটা বেসরকারি সেন্সর বোর্ড তৈরি করছেন তিনি।

তার কথায়,যখন কোনও সিনেমায় কোনও ধর্মকে খাটো করে দেখাতে হয়, সেটা হিন্দু ধর্মকেই দেখানো হয়। আর অন্যান্য ধর্মগুলিকে ভালভাবে চিত্রায়িত করা হয়। বলিউড, টিভি সিরিয়াল, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম - সব জায়গাতেই হিন্দু দেবদেবীদের লাগাতার অপমান করে যাওয়া হচ্ছে। এটা আটকাতেই ধর্ম সেন্সর বোর্ড তৈরি করা হচ্ছে।

এই হিন্দু ধর্মগুরুর তৈরি 'সেন্সর বোর্ডে' ১১ জন সদস্য থাকবেন বলে জানানো হয়েছে, যাদের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী, ধর্মীয় গুরু, মিডিয়ার প্রতিনিধি, ইতিহাসবিদ আর ফিল্ম জগতের মানুষ - সবাই থাকবেন।

স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দের কথায়, সিনেমা, সিরিয়াল বা ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলিতে ধর্মীয় চরিত্র, সংলাপ, রং, তিলক আর স্ক্রিপ্ট পরীক্ষা করে দেখা হবে। যদি কোনও জায়গায় দেখা যায় যে হিন্দু ধর্ম, বেদ পুরাণের বর্ণনার অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে, তাহলে এই সেন্সর বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

চলচ্চিত্র বা সিরিয়াল নির্মাতাদের কাছে ওই হিন্দু ধর্মগুরু আবেদন করেছেন যে তারা যেন কোনও ছবি বা সিরিয়াল তৈরি করার আগেই এই বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে নেন, যাতে পরে আর কোনও সমস্যা না হয়।

এই বোর্ডটির পরামর্শদাতা হিসাবে রাখা হয়েছে বলিউডের চিত্র পরিচালক তরুণ রাঠিকে।

কেন এই 'ধর্ম সেন্সর বোর্ড'?

তরুণ রাঠি জানাচ্ছিলেন, এই সেন্সর বোর্ড একদিক থেকে চলচ্চিত্র শিল্পকে সাহায্যই করবে। কেননা, কয়েকশো কোটি টাকা খরচ করে কেউ কোনও সিনেমা বানালেন, তারপরে দেখা গেল হিন্দু সমাজ সেটাকে বয়কট করছে। তখন তো প্রযোজকেরই ক্ষতি। সেই ক্ষতি এড়ানোর জন্যই বোর্ডের সঙ্গে আলোচনার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু ভারতে তো একটা সরকার নিয়ন্ত্রিত ফিল্ম সার্টিফিকেশন বোর্ড রয়েছে, যাদের ছাড়পত্র ছাড়া কোনও সিনেমা প্রদর্শনই বেআইনী। তাহলে নতুন করে ধর্মীয় বিষয়ে কেন একটা সেন্সর বোর্ড?

এই প্রশ্নের জবাবে মি. রাঠি বলছেন, ভারতীয় সংবিধানে এই অধিকার দেওয়া আছে যে এমন সংস্থা তৈরি করা যেতে পারে, যারা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিষয়গুলি পরিচালনা করবে। আর ধর্ম সেন্সর বোর্ডের মাধ্যমে আমরা ঠিক এটাই করতে চাইছি। আর সরকারী সেন্সর বোর্ড থাকা স্বত্ত্বেও তো এমন অনেক সিন বা সংলাপ ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছে যেগুলো হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করে। এটা চলে আসছে কারণ আমরা চুপচাপ মেনে নিই। কিন্তু এখন আর চুপ করে থাকব না আমরা। সংবিধান যা অধিকার দিয়েছে, তার মধ্যে থেকেই আমাদের ধর্মের সঠিক চিত্রায়ণ হোক, এটাই আমরা চাই। এর জন্য প্রয়োজনে বিচারব্যবস্থারও শরণ নেব আমরা, জানিয়েছেন মি. রাঠি।

শুধু যে বলিউড সিনেমা বা হিন্দি সিরিয়ালের ওপরে নজরদারি চালাবে এই সেন্সর বোর্ড তা নয়। আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে যেসব সিনেমা, সিরিয়াল, নাটক, বই এমন কি সামাজিক মাধ্যমে বা স্কুলের কোনও নাটকের ওপরেও নজর রাখবে এই 'সেন্সর বোর্ড।'

বিজেপির দক্ষিণ কলকাতা জেলার সভানেত্রী সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী নিজে একজন ফিল্ম নির্মাতা।

এই ধর্ম সেন্সর বোর্ড গঠনের কথা জেনে তার প্রতিক্রিয়া ছিল এরকম, একটা তো সরকারি সেন্সর বোর্ড আছে। তার বাইরে কোনও বেসরকারি সংস্থা কি এরকম সেন্সর বোর্ড তৈরি করতে পারে? আমারা জানা নেই। আর যে সরকারকে ভোট দিয়ে আমরা এনেছি, সেই বিজেপি সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনেই তো সেন্সর বোর্ড। তারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল আছেন বিষয়গুলি সম্পর্কে। শঙ্করাচার্যজীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আমার প্রশ্ন, বেসরকারিভাবে একটা সেন্সর বোর্ড গড়ার কি কোনও দরকার ছিল?

তবে একই সঙ্গে মিজ চৌধুরী বলছেন যে সম্প্রতি অনেক প্রযোজক-পরিচালককেই দেখা যাচ্ছে ছবিতে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে এসে নিজেদের ফিল্মকে বিতর্কিত করে তুলছেন তারা, যার জেরে বিক্ষোভ হচ্ছে, বিরোধ হচ্ছে।

একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশে বাক স্বাধীনতা সবারই আছে। কারও বাক স্বাধীনতাকে এভাবে জোর করে আটকানো যায় না। কিন্তু একজন ফিল্ম ডিরেক্টর হিসাবে এবং একজন বিজেপি কর্মী হিসাবে বলব, কোনও ধর্মীয় ভাবাবেগকেই যেন আঘাত না করা হয় - শুধু হিন্দুদের নয়, মুসলমান, খ্রিস্টান বা যে কোনও ধর্মের আবেগকেই আঘাত করা উচিত নয়, বলছিলেন বিজেপি নেত্রী ও চলচ্চিত্র নির্মাতা সঙ্ঘমিত্রা চৌধুরী।

ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে হিন্দুত্ববাদীদের বিরোধ নতুন নয়।

শাহরুখ খান - দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত 'পাঠান' সিনেমার এক দৃশ্য নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক চলছে ভারতে।

হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো বলছে ওই ছবির একটি দৃশ্যে দীপিকা পাড়ুকোন গেরুয়া রঙের বিকিনি পরে গান করেছেন, যেটা হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত দিয়েছে। ওই ছবির বেশ কিছু দৃশ্য না বদলালে সেটিকে মুক্তি পেতে দেওয়া হবে না, এমন হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

ভারতের সরকারি সেন্সর বোর্ড নির্দেশ দিয়েছে পাঠান সিনেমার কিছু দৃশ্য পরিবর্তন করতে, কিন্তু সেগুলি ঠিক কোন দৃশ্য, সে ব্যাপারে খোলসা করে কিছু বলা হয় নি।

'পাঠান' এর আগে 'আদিপুরুষ' নামে একটি ফিল্ম নিয়েও হিন্দুত্ববাদীরা আপত্তি তুলেছিল।

তারও আগে 'কালী', 'পদ্মাবত', 'ব্রহ্মাস্ত্র', 'লক্ষ্মী'র মতো একাধিক সিনেমা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। হিন্দুত্ববাদীরা কোথাও সিনেমা হলে গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে, কোথাও ছবির নির্মানের সময়েই সেটে হামলা হয়েছে।

হিন্দু সাধু সন্তদের সর্বোচ্চ সংগঠন অখিল ভারতীয় সন্ত সমাজ তাদের এক সাম্প্রতিক বৈঠকে সরাসরিই বলেছিল যে বলিউড আসলে হিন্দু বিরোধী।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার রচিত 'মুখ্যমন্ত্রীর ডায়েরি ১' শীর্ষক বই উন্মোচন করলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন মুখ্য বিচারপতি রঞ্জন গগৈ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিজের দৈনন্দিন কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরে বই আকারে সেটা লিখে প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা । এই বইয়ের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন মুখ্য বিচারপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রঞ্জন গগৈ । বৃহস্পতিবার দিসপুর স্থিত অসম সচিবালের প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এক গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে 'মুখ্যমন্ত্রীর ডায়েরি ১' নামের বইটি উন্মোচন করা হয়েছে ।

এক্ষেত্রে নিজের বক্তব্য তুলে ধরে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, ১০ মে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন । দায়িত্বভার নেওয়ার পরেই জুলাই মাসে বর্তমান সাংসদ পবিত্র মার্গারিটা তাকে নিয়মিত ডায়েরি লেখার আহ্বান জানিয়েছিলেন । তবে প্রথম দিকে বিষয়টির প্রতি গুরুত না দিলেও পরে এক্ষেত্রে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে জানান তিনি । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত বছর ১০ মে সরকারের এক বছর কার্যকাল পূর্ণ হলেও বইটিতে রয়েছে মোট ১১ মাসের তথ্য । তবে পরবর্তীকালে বইটির অন্যান্য খন্ডগুলো ১২ মাসের তথ্য সহকারে প্রকাশ করা হবে ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যে রাজ্যে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেছে । প্রতিবেশী চীনের সেনাবাহিনী রাজ্যে প্রবেশ করা থেকে শুরু করে বৃহৎ ভূমিকম্প, জরুরী কালীন অবস্থা, অসম আন্দোলন, বিদেশি নাগরিক সমস্যা, আলফা সরকারের ব্যর্থ আলোচনা, অসম চুক্তি, বড়ো চুক্তি ইত্যাদি বহু ঘটনা সংঘটিত হয়েছে অসমে। অসম চুক্তি সংক্রান্ত বহু গোপন তথ্য এখনো জনসমক্ষে প্রকাশ পায়নি । তবে তার এই কার্যকালে একটিও বড় কিংবা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি । ফলে এই ডায়েরিতে নিত্য দৈনন্দিন কিছু ঘটনা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে । তবে যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে গোপনীয়তার শপথ নেওয়া হয়েছে ফলে যতটুকু প্রকাশ করা যায় সেটাই প্রকাশ করা হয়েছে । তাছাড়া তার ব্যক্তিগত জীবনের কোন ঘটনা এই বইয়ে নেই । তবে পরোক্ষভাবে উদাহরণ হিসেবে কিছু তথ্য এসে গেছে বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

তিনি বলেন, হিমন্ত এবং মুখ্যমন্ত্রী দুই পৃথক। মুখ্যমন্ত্রী একটি প্রতিষ্ঠান স্বরূপ অথচ হিমন্ত একজন ব্যক্তি বিশেষ । ফলে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে সেইভাবে হিমন্ত প্রতিনিধিত্ব করে একজন ব্যক্তির । এক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী । অন্যদিকে দৈনন্দিন কাজকর্মের সময় প্রতিদিন কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে বারবার দেখা হয় । ফলে সেই ব্যক্তিদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি । তাছাড়া স্মরণশক্তির কিছুটা অভাব ঘটায় অনেক নাম ইচ্ছা থাকলেও উল্লেখ করা যায়নি বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন তিনি। । পাঠক সমাজ এই বইটি আপন করে নেবেন বলে আশা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা । এদিকে বইটির উন্মোচন করে সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন মুখ্য বিচারপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রঞ্জন গগৈ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ওকালতি থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে আইন ব্যবস্থার ক্ষতি হয়েছে অথচ লাভান্বিত হয়েছে রাজনীতি । তিনি আজ আইনের সঙ্গে জড়িত থাকলে এই ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে পারতেন বলে মন্তব্য করেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন মুখ্য বিচারপতি । তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী এবং হিমন্ত পৃথক নয়, দুটি একই ।

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আজ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দায়িত্বে রয়েছেন বলেই মুখ্যমন্ত্রীর আসনের মহিমা বৃদ্ধি পেয়েছে। বই উন্মোচনায় অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর মাতৃ মৃণালিনী দেবী, পত্নী রিনিকি ভূঁইয়া শর্মা, মন্ত্রী পরিমল শুক্লবদ্য, মন্ত্রী অতুল বরা, মন্ত্রী কেশব মহন্ত, রাজ্য সরকার শিক্ষা উপদেষ্টা ননীগোপাল মহন্ত, সাংসদ পবিত্র মার্গারিটা, রাজ্যের চারটি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রমুখ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন ।

বলিউড তারকা শাহরুখদীপিকার 'পাঠান' ভারতে বিতর্কের মুখে

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) ঃ বলিউডের সুপারস্টার শাহরুখ খানের আসন্ন মুভি 'পাঠান'কে ঘিরে ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের প্রতিবাদ ক্রমেই আরও জোরালো হচ্ছে। গুজরাটের আহমেদাবাদ শহরের একটি মলে বুধবার পাঠানের পোস্টার ছিঁড়ে, ভাঙচুর করে ও শাহরুখের ছবিতে লাথি মেরে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

গত মাসে পাঠান ছবির একটি গান, 'বেশরম রং'য়ের মুক্তির পর থেকেই এই ছবিটিকে ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে, এখন ছবিটিকে বয়কট করারও ডাক দেওয়া হচ্ছে দেশের নানা প্রান্তে।

ওই গানের চিত্রায়নে অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন কেন গেরুয়া রংয়ের ছোট পোশাক পরে মুসলিম একজন নায়কের (শাহরুখ খানের) সঙ্গে নেচেছেন এবং হিন্দুত্বের অবমাননা করেছেন - সোশ্যাল মিডিয়াতে হিন্দুত্ববাদীরা এই ধরনের অভিযোগ তুলে আসছেন বেশ কিছুদিন ধরেই। গতকাল বিকেলে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বেশ কয়েকজন কর্মী গলায় গেরুয়া স্কার্ফ ঝুলিয়ে গুজরাটের প্রধান শহর আহমেদাবাদের একটি মলে হামলা চালান, যেখানে একটি থিয়েটারে 'পাঠান' ছবিটির মুক্তি পাওয়ার কথা।

ওই কর্মীরা পাঠান ছবির পোস্টার খুলে সেগুলো ফালাফালা করে ছিঁড়ে ফেলেন, সিনেমা হলের সম্পত্তি ভাঙচুর করেন এবং শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোনের ছবিতেও তাদের লাথি মারতে দেখা যায়।

বজরং দলের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকেই পরে তাদের চালানো এই হামলার ভিডিও পোস্ট করা হয়।

গুজরাটে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মুখপাত্র হিতেন্দ্রসিং রাজপুত বার্তা সংস্থা পিটিআইকে বলেন, আমরা কিছুতেই গুজরাটে পাঠান ছবিটির স্ক্রিনিং হতে দেব না।

মি রাজপুত আরও জানান, বুধবারের হামলা ছিল রাজ্যের সব থিয়েটার হল মালিকের প্রতি তাদের 'হুঁশিয়ারি' - যাতে তারা তাদের হলে 'পাঠান' দেখানোর সাহস না পান!

এর আগে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারও আভাস দিয়েছে, ছবির বিতর্কিত দৃশ্যগুলো ছাঁটা নাহলে তাদের রাজ্যে 'পাঠান' ছবিটি নিষিদ্ধ করা হতে পারে।

মধ্যপ্রদেশের বিজেপি নেতা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র বলেছেন, পাঠান ছবিতে এমন কিছু দৃশ্যের চিত্রায়ন করা হয়েছে যেগুলো নির্মাতাদের নোংরা ও ঘৃণ্য মানসিকতার পরিচয়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, ওই রাজ্যের মুসলিম উলেমাদের সংগঠনও পাঠান ছবিটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। মধ্যপ্রদেশ উলেমা বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ আনাস আলি বলেছেন, এই ছবিটি দেশের মুসলিমদের ধর্মীয় ভাবাবেগকেও আহত করেছে।

এই পটভূমিতেই এ মাসের শেষ দিকে (২৫ জানুয়ারি) পাঠান ছবিটি দেশের হাজার হাজার সিনেমা হলে একযোগে মুক্তি পাওয়ার কথা - তবে এই বিতর্ক ও বিক্ষোভের জেরে তা নিয়ে বেশ অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

ইতিমধ্যে ভারতের 'আউটলুক' পত্রিকা আজ জানিয়েছে, পাঠান ছবির অন্তত তিনটি দৃশ্যে কাটছাঁট করে ছবিটিকে তিনদিন আগে সেন্সর বোর্ড ছাড়পত্র দিয়েছে।

সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশনের (সিবিএফসি) প্রধান প্রসূন জোশীকে উদ্ধৃত করে তারা জানাচ্ছে, যেগুলো নিয়ে অশ্লীলতা ও নগ্নতার অভিযোগ উঠেছে, ছবির এমন তিনটি দৃশ্য বাদ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে 'বেশরম রং' গানটি মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়াতে শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোনকে সাঙ্ঘাতিক 'ট্রোলিং'য়ের মুখে পড়তে হচ্ছে।

ভারতে বছরকয়েক আগে অসহিষ্ণুতা নিয়ে যখন থেকে বিতর্ক শুরু হয়েছিল, তখন থেকেই শাহরুখ খান বারেবারে এই ধরনের আক্রমণের মুখে পড়েছেন।

বছর তিনেক আগে দিল্লির জেএনইউ'তে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানোর পর দীপিকা পাড়ুকোনও হিন্দুত্ববাদীদের নিশানায় পরিণত হন।

'বেশরম রং' নিয়ে এই বিতর্ক শুরু হওয়ার দিনতিনেক পরেই শাহরুখ খান কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বিশেষ অতিথি হিসেবে ভাষণ দিয়েছিলেন। সেখানে 'পাঠান' বা 'বেশরম রং'য়ের সরাসরি উল্লেখ না করেও তিনি বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া প্রায়শই মানুষের চরিত্রের কিছু কিছু সঙ্কীর্ণতার প্রতিফলন ঘটায়। এই প্রবণতা সমাজকে বিভাজিত ও বিপর্যস্ত করে বলেও তিনি মন্তব্য করেছিলেন।

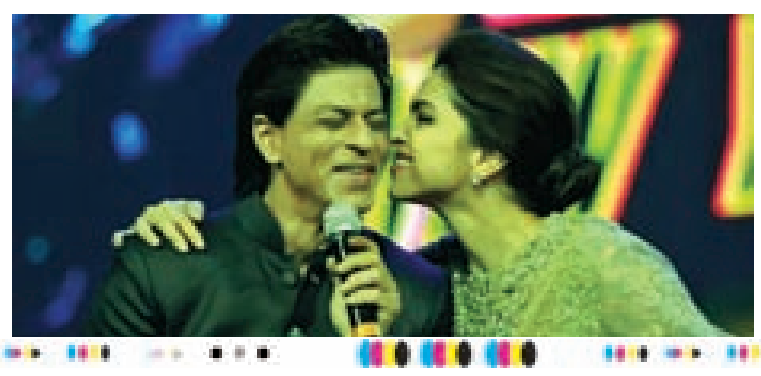

গৌরবের ইতিহাস থেকে কীভাবে 'বিতর্কিত' হয়ে উঠেছে ছাত্রলীগ?

ঢাকা ঃ আওয়ামী লীগেরও জন্ম হওয়ার এক বছর আগে জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশ ছাত্রলীগের। তখন অবশ্য এই সংগঠনের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। এর একবছর পরে জন্ম হয় আওয়ামী লীগের। ভাষা আন্দোলন, স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও বড় ভূমিকা রেখেছিল ছাত্রলীগ। তবে স্বাধীনতার পরে অনেকের মতে নানাভাবে বিতর্কিত হয়ে উঠেছে ঐতিহ্যবাহী এই সংগঠনটি। কোন পরিস্থিতিতে এবং কীভাবে জন্ম হয়েছিল ছাত্রলীগের? কীভাবে একসময়ের প্রবল জনপ্রিয় ছাত্রলীগ এখন অনেকের চোখে একটি 'বিতর্কিত সংগঠনে' পরিণত হয়েছে? বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস গ্রন্থে ড. মোহাম্মদ হান্নান লিখেছেন, 'ভারত ভাগ হওয়ার আগে এই অঞ্চলে ছাত্র ফেডারেশনের মাধ্যমে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল ছাত্ররা। কিন্তু তারা ছিল গোঁড়া থেকেই 'অসাম্প্রদায়িক ও বিপ্লবী উদ্দীপনায় ভরা ছাত্রদের সংগঠন। তাদের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, কারণ অবিভক্ত বাংলাদেশ থাকতেই এই সংগঠন কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত বলে চিহ্নিত হয়ে পড়েছিল।' তিনি লিখেছেন, দেশ বিভক্ত হয়ে যে ছাত্রসংগঠনটি সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়, তা হচ্ছে নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। কারণ যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য কর্মসূচিকে ভিত্তি করে এরা ছাত্র রাজনীতি করে এসেছে, তারই ফসল হচ্ছে পাকিস্তান। ছাত্র ফেডারেশনের মতো নিখিল পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম ছাত্রলীগের নতুন কোন কমিটি হলো না।